বর্ষ- ৩, খন্ড- ১৮
১৬-৩১ মার্চ, ২০২৩
(বিনামূল্যে বিতরণের জন্য)

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

নতুন ভারতের

চালিকা শক্তি মধ্যবিত্ত

দেশের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মধ্যবিত্ত। গত নয় বছরে, সরকার মধ্যবিত্ত নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। সমৃদ্ধশালী এবং উন্নত নতুন ভারত গঠনে মধ্যবিত্তদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

“বিশ্বের অনেক দেশ ভারতের ‘ইউপিআই’-এর প্রতি আগ্রহী হয়েছে”

সবাই 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানকে জনগণের অংশগ্রহণের জন্য একটি আদর্শ মঞ্চ হিসাবে প্রস্তুত করেছে। প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ বার্তার মাধ্যমে বহু মানুষের ‘মন কি বাত’ পৌঁছে যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে। মনের শক্তি যেমন অপরিসীম, তেমনি সমাজের শক্তির সঙ্গে দেশের শক্তিও কীভাবে বৃদ্ধি পায়, তা ‘মন কি বাত’-এর বিভিন্ন পর্বে সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাত অনুষ্ঠানে ভারতের ইউপিআই-এর শক্তি এবং অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। সারাংশ...

- **ভারতীয় খেলনার প্রতি উন্মাদনা:** ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে যখন ভারতীয় খেলনার কথা উপস্থাপন করা হয়েছিল, তখন দেশের মানুষ সেই বিষয়ে আন্তরিকভাবে প্রচার করেছিলেন। এখন ভারতীয় খেলনার প্রতি উন্মাদনা এত বেশি যে বিদেশেও এই সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। যখন আমরা ‘মন কি বাত’-এ গল্প বলার ভারতীয় শৈলী সম্পর্কে কথা বলি, তখন বিশ্বের বহু মানুষকে আকৃষ্ট করে।
- **ভারতের ইউপিআই এর ক্ষমতা:** আপনি ভারতের ইউপিআই এর ক্ষমতাও জানেন। বিশ্বের অনেক দেশই এই ব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠছে। কয়েকদিন আগে, ভারত ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে ‘ইউপিআই-পে-নাও’ লিংক চালু হয়েছে। প্রযুক্তি ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন সহজ করে দিয়েছে, তার আদর্শ উদাহরণ হল ‘ই-সঞ্জীবনী’ অ্যাপটি। আমরা দেখেছি যে করোনার সময় ‘টেলি-কনসালটেশন’ এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ চিকিৎসকদের থেকে পরামর্শ পেয়েছিলেন।
- **ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান যুব পুরস্কার:** কয়েকদিন আগে ‘ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান যুব পুরস্কার’ প্রদান করা হয়েছে। সঙ্গীত এবং পারফর্মিং আর্টের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান শিল্পীদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়। শিল্প ও সঙ্গীত জগতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পাশাপাশি এই সকল ক্ষেত্রের সমৃদ্ধিতে শিল্পীদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।
- **পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ে তোলা:** আমরা যদি দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হই, তাহলে আমরা স্বচ্ছ ভারত গড়ে তুলতে পারব। অন্তত আমাদের সকলের উচিৎ প্লাস্টিকের ব্যাগের পরিবর্তে কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা। আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে এই সংকল্প আপনাদের কতটা সন্তুষ্টি দেবে এবং অবশ্যই অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে।
- **পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি আয়ের উৎস:** ওড়িশার কেন্দ্রপাড়া জেলার বাসিন্দা কমলা মোহারানা একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী চালান। এই দলের মহিলারা দুধ এবং অন্যান্য প্লাস্টিকের মোড়ক থেকে ঝুড়ি, মোবাইল স্ট্যান্ডের মতো অনেক কিছু জিনিস তৈরি করেন। পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি আয়ের উৎসও হয়ে উঠছে।
- **কুম্ভ মেলার আয়োজন:** আমেরিকা নিবাসী শ্রীমান কাঞ্চন ব্যানার্জি ঐতিহ্যের সংরক্ষণের কাজের যুক্ত একটি অভিযানের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমি ওনাকে অভিনন্দন জানাই। বন্ধুগণ, পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় বাঁশবেড়িয়াতে এই মাসে ত্রিবেণী কুম্ভ মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এতে ৮ লক্ষেরও বেশি ভক্তের সমাগম ঘটেছে। এই মেলাটিকে ৭০০ বছরের পর আবার পুনর্জীবিত করে তোলা হয়েছে।

‘মন কি বাত’ শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বর্ষ- ৩, খন্ড- ১৮
১৬-৩১ মার্চ, ২০২৩

প্রধান সম্পাদক
রাজেশ মালহোত্রা ,
মুখ্য মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

বরিষ্ঠ পরামর্শ সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহায়ক পরামর্শ সম্পাদক
পবন কুমার

সহায়ক পরামর্শ সম্পাদক
অখিলেশ কুমার,
চন্দন কুমার চৌধুরী

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি),
জয় প্রকাশ গুপ্ত (ইংরেজি),
নাদিম আহমেদ (উর্দু),
পৌলমী রক্ষিত (বাংলা)

বরিষ্ঠ পরিকল্পক
রাজীব ভার্গব ,
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

পরিকল্পক
অভয় গুপ্ত
ফিরোজ আহমেদ

এখন তেরোটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে ক্লিক করুন
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের আর্কাইভ সংস্করণ পড়তে ক্লিক করুন
https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

@NISPIBIndia - এই টুইটার হ্যান্ডেলটি অনুসরণ করুন।

ভিতরের পাতায়

মধ্যবিত্তদের আশা পূরণ

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

নতুন ভারতের চালিকা শক্তি হয়ে উঠছে দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। দেশের উন্নয়নমূলক কাজ হোক, ব্যবস্থা হোক, তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করছে। ১০-২৬

পদ্ম সম্মান

পুরস্কার আরও কঠোর পরিশ্রম করতে প্রেরণা যোগায়। ৪০-৪১

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

হেমু কালানি, চারুচন্দ্র বসু, পন্ডিত কাশীরাম এবং হনুমান প্রসাদ পোদ্দারের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আখ্যান পড়ুন। ৪৫-৪৮

সংবাদ সংক্ষেপ। ৪-৫

ব্যক্তিত্ব- ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশচারী কল্পনা চাওলা নারী ক্ষমতায়নের প্রতীক। ৬

মানব সমাজের সুরক্ষার্থে টিকা
জাতীয় টিকাকরণ দিবস। ৭-৯

বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন ২০২৩-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ। ২৭-২৮

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত
দানা শস্যের ১০০% মোড়কবন্দি করা হবে পাটের বস্তায়। ২৯

বাজেট ওয়েবিনার
করদাতাদের প্রতিটি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। ৩০-৩১

কর্নাটকের প্রগতি রেলপথ, সড়কপথ, আকাশপথের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশস্ত হয়েছে। ৩২-৩৩

আদি মহোৎসব
আদিবাসী উদ্যোক্তা, কারুশিল্প, সংস্কৃতি, রন্ধনপ্রণালী এবং বাণিজ্যের সমৃদ্ধি উদযাপন। ৩৪-৩৫

জি-২০
ভারতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি বিশ্বের কাছে একটি অনুপ্রেরণা। ৩৬-৩৭

বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন
নতুন ভারতে হিন্দি আন্তর্জাতিক পরিচিতি পাচ্ছে। ৩৮-৩৯

অপারেশন দোস্ত
ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনী বিশ্বব্যাপী আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ৪২-৪৪

প্রকাশিত ও মুদ্রিত: মণীশ দেশাই, মহা নির্দেশক, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন,
ইনফিনিটি অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, এফবিডি- ওয়ান কর্পোরেট পার্ক, দশম তল, ফরিদাবাদ- ১২১০০৩
যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল রুম নম্বর: ২৭৮, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন,
নতুন দিল্লি- ১১০০০৩ **ইমেল:** response-nis@pib.gov.in **RNI No. :** DELBEN/2020/78825

সম্পাদকের কলমে

নিয়তি নয়, নীতিগুলি দেশের মধ্যবিত্তদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে

শুভেচ্ছা!

'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস' মন্ত্রকে সঙ্গী করে কেন্দ্রীয় সরকার সমাজের সমস্ত অংশের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আগে দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত ছিল, এখন তাঁরা দেশের বিকাশে অন্যতম চালিকা শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। আগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে নিরাপত্তার বোধ ছিল না, তা আর্থিক হোক বা অন্য। যাইহোক ২০১৪ সাল থেকে সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মধ্যবিত্তদের উন্নতিসাধনে, তাঁদের জীবনযাত্রা সহজ করতে সরকার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দেশে জাতীয় সড়ক, নতুন বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে, রেলওয়ে স্টেশন উন্নত করা হচ্ছে, বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হচ্ছে এবং মোবাইল ডেটার খরচ কমছে, এই সকল সিদ্ধান্ত-নীতির ফলে মধ্যবিত্তরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছে। প্রতিটি মধ্যবিত্ত পরিবার সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী কারণ এখন তাঁদের সন্তানদের সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, কেন্দ্রীয় সরকার ধারাবাহিকভাবে মধ্যবিত্তের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। খাদ্য থেকে স্বাস্থ্যসেবা, ঋণ থেকে আয়কর পর্যন্ত- সব বিষয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

যতবারই মধ্যবিত্তরা সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা তার সদ্ব্যবহার করেছেন। এ বছরের গরিব ও মধ্যবিত্ত-বান্ধব সাধারণ বাজেট নিয়ে সারা বিশ্বে আলোচনা চলছে। এই পটভূমিতে, গত নয় বছরে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে, তা এই সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

এই সংখ্যায় ব্যক্তিত্ব বিভাগে রয়েছে কল্পনা চাওলার অনুপ্রেরণামূলক জীবনী। জাতীয় টিকা দিবস এবং বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন বিষয়ে নিবন্ধ, ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত তুরস্ক এবং সিরিয়ায় ভারতের উদ্ধারকাজ নিয়েও নিবন্ধ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে অমৃত মহোৎসব বিভাগের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাহিনি, জি-২০ সম্মেলন, পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্তদের গল্প।

আপনাদের মূল্যবান মতামত পাঠাতে থাকুন।

ধন্যবাদান্তে,

(রাজেশ মালহোত্রা)

এখন তেরোটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

ডাকবাক্স

বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণামূলক জীবনী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার ২০২৩ সালের ১৬-২৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রচ্ছদ নিবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল অমৃতকালের প্রথম সাধারণ বাজেট। অমৃতকালের মধ্যে এক উন্নত, স্বনির্ভর এবং সমৃদ্ধশালী ভারত গঠনের কথা বলে এই বাজেট। 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' বিভাগে প্রকাশিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বিজয় সিং পথিক, রফি আহমেদ কিদওয়াই এবং গণেশ বাসুদেব মাভালঙ্কারের মতো বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণামূলক জীবনী, দেশপ্রেম জাগ্রত করে। একথা বললে খুব ভুল হবে না যে এই ধরনের আত্মত্যাগী মানুষদের কারণে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল।

b.balaji@midhani-india.in

এই পত্রিকা জরুরি তথ্যে পূর্ণ

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার ১৬-২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ সংখ্যাটি পড়লাম। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় চমৎকার। প্রচ্ছদও প্রশংসার যোগ্য। এই পত্রিকায় সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

shrigopal6@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার নিয়মিত পাঠক

আমি নিয়মিত নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা পাঠ করি। এই পত্রিকার উপস্থাপনা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আমি যতদূর জানি এই পত্রিকাটি বর্তমানে ১৩টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার প্রচারের জন্য এই পত্রিকা এতগুলি ভাষায় প্রকাশিত হয়। আমার বিনীত অনুরোধ যে পত্রিকাটি আপনারা সংস্কৃত ভাষাতেও প্রকাশিত করুন।

skt.ststephens@gmail.com

পত্রিকার ইতিবাচক খবরগুলি পড়তে পছন্দ করি

আমি বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বাস করি। আমি ভারত সরকারের সেই সকল কাজের প্রশংসা করি, যারা দেশের নাগরিকদের উন্নতিসাধন করে। নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকায় ভারতের ইতিবাচক খবরগুলি পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। আগামিদিনের জন্য শুভেচ্ছা জানাই।

ভেঙ্কট
vabhagavatula@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকায় নিবন্ধগুলি অনুপ্রেরণামূলক

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটি নিয়মিত পড়ি। এই নিয়ে পত্রিকাটির পাঁচ-ছয়টি সংখ্যা আমি পড়লাম। এই পত্রিকা বেশ উপভোগ্য। এর অনেক নিবন্ধ অনুপ্রেরণাদায়ক এবং পুনঃপ্রকাশের যোগ্য। পত্রিকায় অনেক সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। আমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই পত্রিকাটির বিষয়ে আমার বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের জানিয়েছি।

pm.maid@gmail.com

অনুসরণ করুন @NISPIBIndia

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নম্বর ২৭৮, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি- ১১০০০৩
ইমেল: response-nis@pib.gov.in

বিকাশের ভারতীয় মডেল বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে

ভারতের অগ্রগতির এখন বিশ্বের কাছে আদর্শ হয়ে উঠছে। বিশ্বের অনেক দেশ ভারতের পরিকল্পনাগুলি অধ্যয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। ভারতীয় পণ্যগুলির সারা বিশ্বের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। রাষ্ট্রসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা যাই হোক না কেন, দারিদ্র্য দূরীকরণে ভারতের প্রচেষ্টা, স্বাস্থ্য খাতে আমূল পরিবর্তন আনতে, ডিজিটাল মঞ্চ গড়ে তোলা, অর্থ আদানপ্রদানের জন্য ইউপিআই বাস্তবায়ন করার মতো প্রচেষ্টাগুলি প্রশংসিত হয়েছে।

বিকাশের ভারতীয় মডেল সম্পর্কে, মাইক্রোসফ্টের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ারম্যান বিল গেটস জানিয়েছেন, "সার্বিকভাবে ভারত আমাকে ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো দেখিয়েছে। ভারত কঠিন সমস্যা মোকাবেলায় তার দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। দেশটি পোলিও নির্মূল করেছে, এইচআইভি সংক্রমণ হ্রাস করেছে, দারিদ্র্য হ্রাস করেছে, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করেছে, পরিচ্ছন্নতা এবং আর্থিক পরিষেবাগুলির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছে। ভারত একটি বিশ্বমানের উদ্ভাবনী কৌশল তৈরি করেছে যা সমাধানের প্রয়োজন নিশ্চিত করে।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইটারে বিল গেটসের এই ভাবনা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

৩-৮ বছরের বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য চালু হয়েছে 'জাদুই পিটারা' (জাদু বাক্স)

নতুন শিক্ষা নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। তিন থেকে আট বছর বয়সি বাচ্চাদের জন্য শিক্ষা আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে 'জাদুই পিটারা' বা জাদু বাক্স নামে একটি 'গেম-ভিত্তিক লার্নিং পেডোগোগিকাল' পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। শিশুদের মধ্যে কৌতূহল বৃদ্ধি করা জন্য প্লেবুক, খেলনা, ধাঁধা, পোস্টার, ফ্ল্যাশ কার্ড, গল্পের বইয়ের পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি, সামাজিক প্রসঙ্গ এবং ভাষাগুলির মিশ্রণ হয়েছে এমন একটি 'জাদু বাক্স' চালু করা হয়েছিল।

এই জাদু বাক্স তেরোটি ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ রয়েছে। এই বাক্সতে কেবল বই নয়, শিখন এবং শিক্ষণের জন্য অগণিত বিকল্প রয়েছে। এটি শেখার এবং শিক্ষাদানের পরিবেশকে সমৃদ্ধ করার, আরও শিশুকেন্দ্রিক, প্রাণবন্ত এবং আনন্দদায়ক করার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই নতুন উদ্যোগের প্রশংসা করে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে খেলার সময় শেখার ক্ষেত্রে এটি একটি দুর্দান্ত সাফল্য কারণ জাদু বাক্সটি শিশুদের মন আনন্দে ভরিয়ে তুলবে।

খাদি তাঁতি, কারিগর এবং শ্রমিকদের আয় বাড়বে

কারিগরদের ৩৩% মাসিক আয় বৃদ্ধি, তাঁতিদের ১০% মজুরি বৃদ্ধি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মূলমন্ত্র, 'জাতির জন্য খাদি, ফ্যাশনের জন্য খাদি, এবং পরিবর্তনের জন্য খাদি' খাতকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। এর ফলে ভারতীয় খাদির প্রতি দেশে এবং বিশ্বজুড়ে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে খাদি খাতের সঙ্গে যুক্ত তাঁতি ও কারিগরদের সুবিধা দেওয়ার জন্য এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। খাদি ও গ্রাম শিল্প কমিশন শ্রমিকদের মজুরি গোলা প্রতি ৭.৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে গোলা প্রতি দশ টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের ফলে কারিগরদের মাসিক আয় প্রায় ৩৩% এবং তাঁতিদের মজুরি ১০% বাড়িয়ে তুলবে। এই সিদ্ধান্তটি ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে।

গ্রামীণ-খাদি শিল্পোদ্যোগ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি করতে এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থার আরও উন্নতি করার জন্য এই উদ্যোগ এক শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং স্বনির্ভর ভারত গঠনে সহায়ক বলে প্রমাণিত হবে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল ২০২১-২০২২ অর্থবছরে খাদি ও গ্রাম শিল্পের পণ্য উৎপাদন ছিল ৮৪,২৯০ কোটি টাকা এবং বিক্রয় হয়েছিল ১,১৫,৪১৫ কোটি টাকা। গত বছরের ২ অক্টোবর, খাদি ইন্ডিয়ার কনট প্লেস আউটলেটে একদিনে ১.৩৪ কোটি টাকার খাদি পণ্য বিক্রি করে একটি নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে।

'ই-সঞ্জীবনী টেলি-পরামর্শ' পরিষেবা ১০ কোটি পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করেছে

সর্ব ভবন্তু সুখিনঃ সর্ব সন্তু নিরামায়ঃ (সকলেই সুখী হোক, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন)। জনগণের জীবনকে আরও সহজ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কেন্দ্রীয় সরকারের 'ই-সঞ্জীবনী টেলি-পরামর্শ' পরিষেবার মাধ্যমে দশ কোটি মানুষকে পরামর্শ প্রদান করেছে। ই-সঞ্জীবনী রোগীদের কাছে সত্যি সঞ্জীবনী হিসাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

জাতীয় টেলিমেডিসিন পরিষেবার মাধ্যমে ভারত স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। এই টেলি পরিষেবার মাধ্যমে যে দশ কোটি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে তাঁর মধ্যে ৫৭% সুবিধাভোগী মহিলা এবং ১২% প্রবীণ নাগরিক। এই পরিষেবা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশে সহায়তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। ভারত সরকার এখন 'ই-সঞ্জীবনী ২.০' চালু করছে। বাড়িতে বসে এখন সাধারণ মানুষ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিকিৎসকদের থেকে পরামর্শ পান। কারণ সরকার ভারতে একটি শক্তিশালী ডিজিটাল স্বাস্থ্য ইকো-সিস্টেম গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যাতে প্রতিটি নাগরিক সুস্থ থাকে এবং দেশ শক্তিশালী হয়।

ভারত ২০২৪ সালের মধ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ১০ কোটি সদস্যের লক্ষ্য পূরণ করবে

গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের স্বনির্ভর ও সবল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। গত নয় বছর ধরে সেই লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি একটি জাতীয় সহায়তা গোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ২০১৪ সালে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাত্র ২.৩৫ কোটি সদস্য ছিলেন, তবে এই সংখ্যাটি এখন ৯ কোটি অতিক্রম করেছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন যে ২০২৪ সালের মধ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য মহিলাদের সংখ্যা দশ কোটি পৌঁছাবে এবং মন্ত্রক সক্রিয়ভাবে নতুন মহিলা সখীদের তালিকাভুক্ত করছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি দেশের ৯৭% ব্লকেই রয়েছে, যার মধ্যে ৮৫% সরাসরি মন্ত্রকের নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ●

কল্পনা হাজার হাজার মেয়েকে তাঁদের কল্পনা পূরণে অনুপ্রাণিত করেছেন

জন্ম- ১৭ মার্চ, ১৯৬২
মৃত্যু- ১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩

ভারতে জন্মগ্রহণকারী নভশ্চর কল্পনা চাওলা নারী ক্ষমতায়নের এমনই এক প্রতীক যিনি তাঁর কল্পনা-স্বপ্ন-উচ্চাশা বাস্তবায়িত করেছিলেন। তিনি একবার নয়, দুবার মহাকাশে গিয়েছিলেন, প্রমাণ করেছিলেন যে ভারতের মেয়েদের কাছে আকাশের উচ্চতাও কম, সেই উচ্চতা স্পর্শ করতে পারেন ভারতীয় মহিলারা। কল্পনা চাওলা মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন, মানুষকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। যদিও কলম্বিয়া মহাকাশ যান বিপর্যয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তবুও তিনি বিশ্বের লক্ষ লক্ষ তরুণতরুণীদের কাছে এক আদর্শ উদাহরণ এবং অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন।

তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও, ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাসার মহাকাশ বিজ্ঞানী কল্পনা চাওলা বহু মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছেন। হরিয়ানার কর্নালে কল্পনার জন্ম হয়েছিল ১৯৬২ সালের ১৭ মার্চ। তাঁর পিতা বেনারসি লাল চাওলা এবং মা সঞ্জ্যোতি। পরিবারের সকলের ছোট কল্পনা শৈশব থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। কল্পনার বাবা যখন মেয়ের মহাকাশ এবং উড়ানের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করেন, তখন তিনি মেয়েকে সেই বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। এরপর কল্পনা চাওলা উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। তিনি ১৯৮৮ সালে আমেরিকার মহাকাশ সংস্থা নাসাতে যোগদান করেন। ১৯৯৭ সালের ১৯ নভেম্বর, ভারতের প্রথম মহিলা মহাকাশচারী কল্পনা চাওলা, কলম্বিয়া শাটল এসটিএস-৮৭ চড়ে মহাকাশে পাড়ি দেন। কল্পনা চাওলা মহাকাশে ৩৭২ ঘন্টা অতিবাহিত করেছিলেন এবং এই উড়ানের সময় প্রায় ৬৫ লক্ষ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন।

তাঁর প্রথম সফল অভিযানের প্রায় পাঁচ বছর দশ মাস পর, নাসা কল্পনা চাওলাকে আবার মহাকাশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৬ দিনের এই অভিযানের জন্য তাঁকে সাতজনের দলে প্রধান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। কল্পনা চাওলা ২০০৩ সালের ১৬ জানুয়ারি স্পেস শাটল কলম্বিয়াতে দ্বিতীয়বার মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরে আসার সময় কলম্বিয়া মহাকাশযানটি বিস্ফোরণের কারণে ভেঙে পড়ে। ২০০৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কল্পনা চাওলা-সহ সাতজন মহাকাশচারীর মৃত্যু হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৬ সালের ৬ জুন যখন আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন তখন তিনি স্পেস শাটল কলম্বিয়া মেমোরিয়ালে কল্পনা চাওলার প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। কল্পনা চাওলাকে স্মরণ করে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৮ সালের ২৮ জানুয়ারি 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, "এটা সবার জন্য দুঃখের বিষয় যে আমরা এত অল্প বয়সে কল্পনা চাওলাকে হারিয়েছি, কিন্তু তিনি সারা বিশ্বের বিশেষ করে ভারতের হাজার হাজার মেয়ের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন যে নারীদের ক্ষমতার কোনও সীমা নেই। ইচ্ছাশক্তি, সংকল্প এবং কিছু করার মনোভাব থাকলে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।" ●

জাতীয় টিকা দিবস- ১৬ মার্চ

মানব সমাজের সুরক্ষার্থে টিকা

বৈজ্ঞানিকভাবে টিকাকরণ যে কোনও রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। কোভিড মহামারির সময়েও সারা বিশ্ব টিকার গুরুত্ব এবং ক্ষমতা অনুধাবন করতে পেরেছিল। ভারত সরকার শুধু দেশের জন্যই নয়, বিশ্ববাসীর স্বাস্থ্য-সুরক্ষার জন্যও উদ্বিগ্ন ছিল। কোভিডের প্রকোপ রোধ করার জন্য টিকা একান্ত জরুরি ছিল, সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশে কোভিডের টিকা পাঠিয়েছিলেন। ভারত বর্তমানে বিশ্বের টিকা চাহিদার ৬০% পূরণ করে, যা মানবতার জন্য সবচেয়ে বড় সেবা। সারা দেশ ১৬ মার্চ জাতীয় টিকা দিবস উদযাপন করে, আসুন এই সময়ে মানব সমাজের সেবায় ভারতের অবদানের কথা জেনে নিই।

স্বাস্থ্য ভাল রাখতে এবং মৃত্যুহার হ্রাস করতে টিকাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী হাতিয়ার। এ কারণেই দেশে চলছে বিশ্বের বৃহত্তম বিনামূল্যের টিকাদান অভিযান। সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচির (ইউআইপি) অধীনে ১২টি প্রাণঘাতী রোগের থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য টিকা দেওয়া হচ্ছে। শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের জীবন বাঁচাতে কেন্দ্রীয় সরকার ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস, পোলিও, হাম, রুবেলা, শৈশব যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস-বি, মেনিনজাইটিস, রোটাভাইরাস ডায়রিয়া এবং নিউমোকোক্কাল নিউমোনিয়ার বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। দেশের যেসব অঞ্চলে জাপানি এনসেফালাইটিসের রোগী রয়েছেন, সেখানেও সরকার রোগ প্রতিরোধে বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, শিশু এবং অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা যাতে সকল টিকা গ্রহণ করতে পারেন, তার জন্য ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ২০১৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'মিশন ইন্দ্রধনুষ' চালু করেছিল। ফলস্বরূপ, যেখানে ২০১৪ সালে জন্মানো প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ৪৫ জন মারা গিয়েছিল, সেখানে ২০২০ সালে সেই সংখ্যা ৩২-এ নেমে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে, স্বাস্থ্য মন্ত্রক-সহ আরও কয়েকটি মন্ত্রককে গর্ভবতী

বৃহত্তম টিকা অভিযানের সময়রেখা

কোভিডের সংক্রমণ রোধ করার জন্য, দেশে ২০২১ সালের ১৬ জানুয়ারি কো-উইন অ্যাপের মাধ্যমে টিকা দেওয়া শুরু হয়েছিল। ২০২১ সালের ২১ অক্টোবরের মধ্যে ১০০ কোটি টিকার ডোজ প্রদান করা হয়েছিল। ভারত ২০২২ সালের ১৭ জুলাই একদিনে ২.৫ কোটি টিকার ডোজ দিয়ে ঐতিহাসিক মাইলফলক সৃষ্টি করেছে। ২০২২ সালের ১৭ জুলাই ২০০ কোটি টিকার ডোজ প্রদান সম্পন্ন হয়েছিল। ২.৬৪ লক্ষেরও বেশি স্বাস্থ্যকর্মী এবং ৪.৭৬ লক্ষ অন্যান্য টিকা দলের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

ভারতে কোভিড টিকা অভিযান

- **১৯৭৮ :** দেশে টিকা দেওয়া শুরু হয়।
- **১৯৮৫:** সর্বজনীন টিককরণ অভিযান (ইউআইপি) চালু করা হয়।
- ১২টি রোগ প্রতিরোধে বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হচ্ছে।
- **২৭ মার্চ, ২০১৪:** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতকে পোলিও-মুক্ত ঘোষণা করে।
- **১৪ জুলাই, ২০১৬:** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতকে মাতৃত্বকালীন এবং নবজাতক টিটেনাস মুক্ত দেশ হিসাবে ঘোষণা করে।
- ভারত বিশ্বের ৬০ শতাংশ টিকার চাহিদা পূরণ করে।

২৮.১৪ কোটি ডোজ
ভ্যাকসিন মৈত্রী কর্মসূচির অধীনে, ভারত রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষী এবং রাষ্ট্রসংঘের স্বাস্থ্যকর্মী-সহ ৯৯টিরও বেশি দেশকে টিকা দিয়েছে।

ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে

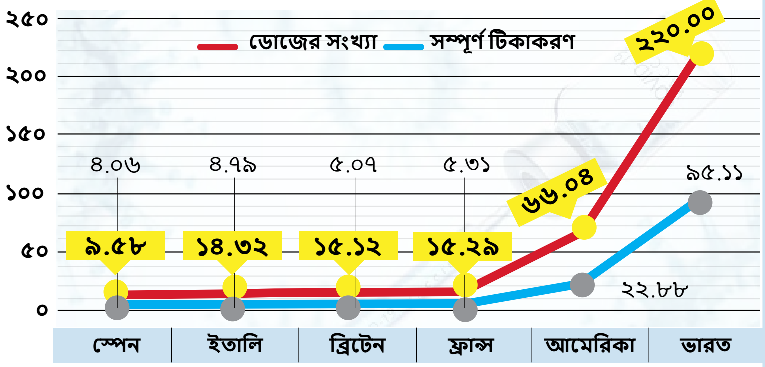

(ডোজ এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা কোটিতে, পরিসংখ্যান ২০ ডিসেম্বর, ২০২২ অনুসারে)

বিশ্ব ভারতের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছে

- আমেরিকা ৪০০ মিলিয়ন ভ্যাকসিন ডোজ সরবরাহ করতে ২৯৮ দিন সময় নিয়েছে, ভারত সেই সংখ্যা অতিক্রম করেছে মাত্র ১৮৩ দিনে।
- ৯২.২১ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যাকে অন্তত একটি ডোজ দেওয়া হয়েছে। এই সংখ্যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার তিনগুণ এবং রাশিয়ার জনসংখ্যার সাত গুণ।
- দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার মধ্যে ৮৬.৫০ মানুষের সম্পূর্ণ টিকাকরণ হয়েছে, যা ব্রাজিলের জনসংখ্যার ৪.৪ গুণ এবং যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যার ১৪ গুণ।

মহিলা এবং সেই সকল শিশুদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যাদের দুই বছর বয়স কিন্তু সম্পূর্ণ টিকা দেওয়া হয়নি। সম্পূর্ণ টিকা দেওয়ার লক্ষ্য ৯০% পূরণ হয়েছে।

২০১৭ সালে, মিশন ইন্দ্রধনুষের গতি আরও বাড়ানো হয়েছিল। ফলস্বরূপ, মিশন মোডে এই প্রকল্প চালানো হয় এবং এখনও পর্যন্ত মিশন ইন্দ্রধনুষের অধীনে ৪.৪৫ কোটি শিশু এবং ১.১২ কোটি গর্ভবতী মহিলাকে সম্পূর্ণরূপে টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অভিযানের সাফল্যের পরে, হাম এবং রুবেলা রোগের

> আগে আমাদের দেশে দূরবর্তী অঞ্চলে টিকা পৌঁছাতে কয়েক দশক সময় লেগে যেত। টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দেশটি অনেক পিছিয়ে ছিল। দেশের কোটি কোটি শিশু, বিশেষ করে যারা গ্রাম ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের শিশুদের টিকার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হতো। আমরা যদি পুরনো পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করতাম, তাহলে ভারতকে ১০০% টিকাকরণের লক্ষ্য অর্জন করতে আরও কয়েক দশক সময় লাগত। আমরা একটি নতুন পদ্ধতিতে কাজ শুরু করেছি, মিশন ইন্দ্রধনুষ চালু করেছি এবং দেশের টিকা ব্যবস্থার উন্নতি করেছি। সারা বিশ্বে যখন করোনা মহামারির সংক্রমণ শুরু হয়, তখন দূর দূরান্তে টিকা পৌঁছে দিতে এই নতুন পদ্ধতির সুফল অনুধাবন করা যায়।
>
> **- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান এবং এই রোগগুলি নির্মূল করার জন্য ২০১৭ সালে জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচিতে হাম রুবেলা টিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

নিউমোকোক্কাল নিউমোনিয়া প্রতিরোধের জন্য ২০১৭ সালে নিউমোকোক্কাল টিকাও জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্যকর নেতৃত্ব এবং নির্দেশনার কারণে, দেশে টিকা দেওয়ার হার জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৪ (২০১৫-১৬) ৬২% থেকে বেড়ে জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ (২০১৯-২১) এ ৭৬.৬% হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল কারণ 'কোল্ড চেন' এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, সারা দেশে টিকার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছিল। ইলেকট্রনিক ভ্যাকসিন ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক (ই-ভিন) চালু করা হয়েছিল এবং যেসব স্থানে আগে টিকাগুলি উপলব্ধ ছিল না সেসব কেন্দ্রে উপলব্ধ করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। টিকা কেন্দ্র এবং বিতরণের জন্য দেশে ২৯ হাজার কোল্ড চেন পয়েন্ট, ৫২ হাজার বরফযুক্ত রেফ্রিজারেটর এবং ৪৬,০০০ ডিপ ফ্রিজার ব্যবহার করা হচ্ছে।

২০১৪ সালের পর, দেশের টিকাকরণ অভিযানের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে এমন একটি বিস্তৃত এবং শক্তিশালী নেটওয়ার্ক প্রস্তুত করা হয়েছিল যে, কোভিড মহামারী চলাকালীন সমাজের প্রান্তিকতম মানুষদের কাছে টিকা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। পার্বত্য অঞ্চলে, বন্যা কবলিত এলাকায়, রাজস্থানের মরুভূমিতে, উত্তর-পূর্ব ভারতের দুর্গম অঞ্চলে ড্রোন বা হেলিকপ্টারে টিকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ, ভারত রেকর্ড সময়ের মধ্যে বিশ্বের সর্বাধিক টিকাপ্রাপ্ত দেশ হয়ে উঠেছে। মিশন ইন্দ্রধনুষ অভিযান চলাকালীন স্বাস্থ্যের জন্য নির্মিত পরিকাঠামো, বিশেষ করে টিকাদান মহামারির সময় অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। ●

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চাশা পূরণ হচ্ছে

দ্রুত পরিবর্তনশীল ভারতে সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠছে মধ্যবিত্ত সমাজ, সেটা উন্নয়ন হোক বা ব্যবস্থা, অদম্য সাহস বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যাই হোক না কেন। ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মধ্যবিত্ত সমাজ ভারতের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এক উল্লেখযোগ্য শক্তি। কেন্দ্রীয় সরকারও তাঁদের স্বপ্ন পূরণে গত নয় বছরে কোন চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। অমৃত কালের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে মধ্যবিত্তের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের উন্নয়নের প্রধান অংশীদার করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অমৃত কালের প্রথম সাধারণ বাজেটে মধ্যবিত্তকেও বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যাতে ‘সবকা প্রয়াস’-এর ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে, দেশের উন্নয়নে মধ্যবিত্তদের অবদান অনস্বীকার্য। আজ, ভারত বিশ্বের পঞ্চম-বৃহৎ অর্থনীতিসম্পন্ন দেশ। দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই উন্নয়নের পিছনে রয়েছে সমৃদ্ধশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ভারতকে যদি পরবর্তী প্রজন্মের অর্থনীতিতে পরিণত করতে হয়, তবে দেশের মধ্যবিত্তের আয় এবং জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত করা একান্ত আবশ্যক। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানার আগে, ২০১৪ সালের আগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা বোঝা দরকার।

অতীতে মধ্যবিত্তদের মনে নিরাপত্তার

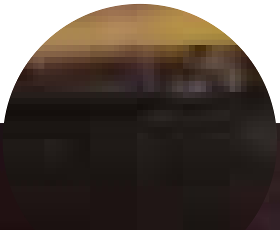

"

প্রকৃতপক্ষে, এটি হল নতুন ভারত, যা যুব শক্তির উপর জোর দেয়, এমন এক ভারত যা নারী শক্তির আকাঙ্খা পূরণ করে, যেখানে দরিদ্রদের এগিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, দরিদ্র এবং মধ্যবিত্তের উচ্চাশা ভারতকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী।

এবারের মধ্যবিত্ত-বান্ধব কেন্দ্রীয় বাজেট সারা বিশ্বে আলোচিত হচ্ছে। এই বাজেট 'উন্নত ভারত' গড়ে তুলতে সকলের প্রচেষ্টা জোরদার করবে।

অভাব ছিল। স্বাস্থ্য-শিক্ষা-কর্মসংস্থান নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের দুরদর্শী নীতি এবং পরিকল্পনার কারণে বর্তমানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করছেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পেয়েছেন। সরকার ভারতের মধ্যবিত্ত এবং তাঁদের আশা আকাঙক্ষার খেয়াল রেখেছেন। বাড়ির মালিকানার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হোক বা মধ্যবিত্ত আয় বাড়ানো হোক, মধ্যবিত্ত-বান্ধব নীতি প্রণয়ন থেকে শুরু করে সমাজবিরোধীদের শাস্তি দেওয়া, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মধ্যবিত্তরা সুরক্ষিত অনুভব করছেন। বেশ কিছু সরকারি উদ্যোগ মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রথমবারের মতো দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব মধ্যবিত্তকে নতুন পরিচয় দিয়েছেন, যা আগে উপেক্ষিত ছিল। ভারতের বর্তমান নেতৃত্ব দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মধ্যবিত্তের উপর থেকে বোঝা কমানোর জন্য বাস্তব পন্থা অবলম্বন করেছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও আদর্শ সমাজ নির্মাণ শুধু প্রয়োজনই নয়, জরুরিও বটে।

২০১৪ সালের আগে, মধ্যবিত্তরা দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত ছিল, কিন্তু ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর দেশের মধ্যবিত্তদের আশা আকাঙক্ষার উপরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এই কারণেই প্রথমবার কেন্দ্রীয় সরকার সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের উন্নয়নের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করেছে। দেশের উন্নয়নের জন্য দরিদ্রদের মূল স্রোতে আনতে সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের সুবিধা সমাজের প্রান্তিকতম মানুষদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করেছে। নীতিগত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বড় শিল্পগুলোকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে উন্নয়নের অংশীদার করা হয়েছে। যে মধ্যবিত্তের প্রতি কেউ সহানুভূতি দেখায়নি, তাঁদের আজ উন্নয়নের সারথি বানানো হচ্ছে। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত হোক, দরিদ্র হোক বা উদ্যোক্তা হোক, 'সবকা প্রয়াসে'র চেতনায় সবার উন্নয়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২০১৪ সাল থেকে,

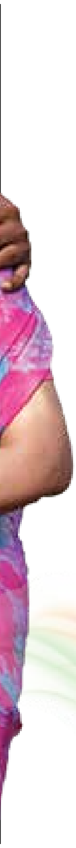

দ্রুত পরিবর্তনশীল ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি প্রধান ধারায় পরিণত হয়েছে, তা উন্নয়ন হোক বা ব্যবস্থা, সাহস বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। এক সমৃদ্ধশালী ও উন্নত ভারতের স্বপ্ন পূরণের জন্য মধ্যবিত্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

সমাজের সেই অংশগুলিকে ক্ষমতায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা করছে। অমৃত কালের প্রথম সাধারণ বাজেটে মধ্যবিত্তের স্বার্থে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ওপর আয়কর দিতে হবে, এই সিদ্ধান্ত মধ্যবিত্তদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে ৩০ বছরের কম বয়সি যুবকরা, যাদের নতুন চাকরি বা নতুন ব্যবসা রয়েছে, তাঁদের প্রতি মাসে আরও বেশি অর্থ সঞ্চয় করতে উত্সাহিত করা হয়েছে।

মধ্যবিত্তের মনের কথা

কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণমুখী উদ্যোগ, পরিকল্পনা এবং নীতির কারণে দেশে দারিদ্র্য সীমা হ্রাস পেয়েছে। মোট সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, তাহলে অনুমান করা হয় যে জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মধ্যবিত্ত। কৃষি খাতই হোক, ক্ষুদ্র শিল্প খাতই হোক বা পরিষেবা খাত- প্রতিটি ক্ষেত্রে রূপান্তরের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার কথা মাথায় রেখে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, বিজ্ঞানীরা বিশ্বে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছে।

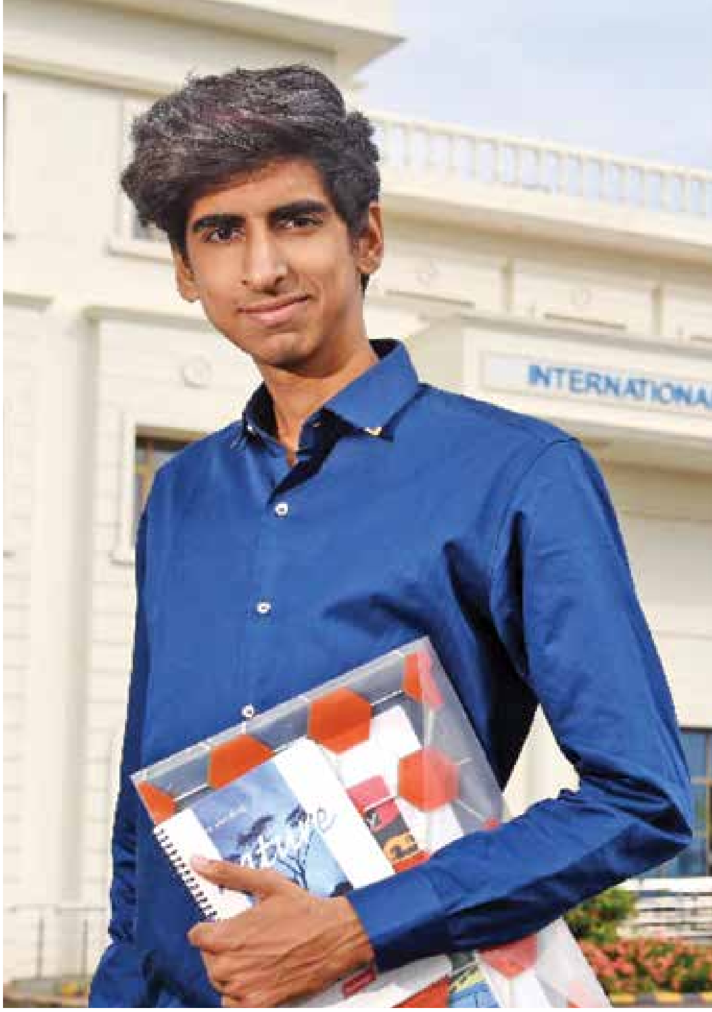

এবারের বাজেট শক্তিশালী স্বর্ণালি ভারতের ভিত আরও মজবুত করেছে। এটি স্বনির্ভর ভারত, সমৃদ্ধশালী ভারত, শক্তিধর ভারত, এবং গতিমান ভারত গঠনের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ।

তিনি বলেন, “এটা সত্য যে মধ্যবিত্তরা যে সুযোগই পান না কেন, তাঁরা সেই সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করেন। মধ্যবিত্তদের আরও নতুন সুযোগ এবং উন্মুক্ত পরিবেশ পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।” এই আকাঙ্খা ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার গত নয় বছর ধরে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

এই প্রথমবার দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব মধ্যবিত্তদের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। মধ্যবিত্তরা দীর্ঘদিন

ধরে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ছিল। এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে তাঁদের দেখাশোনা করার কেউ নেই, এবং তাঁদের উন্নতির জন্য তাঁদের নিজেদেরই প্রচেষ্টা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যবিত্তদের মেধা-পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাঁদের নিরাপত্তা প্রদান করেছে। আজ পরিশ্রমী মধ্যবিত্তরা দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনায় মধ্যবিত্তরা কতটা উপকৃত হয়েছে তার অনেক উদাহরণ রয়েছে। ২০১৪ সালের আগে, ১ জিবি ডেটার খরচ ছিল ২৫০ টাকা, যা আজ সেই ডেটার মূল্য ১০ টাকারও কম। বর্তমানে দেশের একজন নাগরিক গড়ে ২০ জিবি ব্যবহার করেন। হিসাব করলে দেখা যায়, একজন মানুষের গড়ে ৫ হাজার টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। আগে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি বয়স্কদের ওষুধের জন্য প্রতি মাসে ১০০০ থেকে ৩০০০ টাকা খরচ করত। বাজারে যে ওষুধগুলি ১০০ টাকায় পাওয়া যেত তা জন ঔষধি কেন্দ্রগুলিতে মাত্র ১০-২০ টাকায় উপলব্ধ রয়েছে। আজ এই জন ঔষধি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে মধ্যবিত্তের ২০,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। মধ্যবিত্তদের বাড়ির স্বপ্ন পূরণ করতে, শহরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গৃহঋণ দেওয়া শুরু হয়েছিল। রেরা আইন প্রণয়নের কারণে, এখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মাতাদের ঘর দিতে হয়। কোনও বিলম্ব হলে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। প্রতিটি মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বপ্ন থাকে তাঁদের সন্তানের সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ এবং তার জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা। এ বিষয়টি মাথায় রেখে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কলেজে আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

মধ্যবিত্তের কথা মাথায় রেখে আয়করও কমানো হয়েছে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত করে, মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থ নিরাপদে রাখা নিশ্চিত করা হয়েছে। এমএসএমই সেক্টর এবং কৃষি সেক্টরে যে সংস্কার হয়েছে তা সরাসরি কর্মরত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে উপকৃত করছে। এসব সংস্কারের ফলে ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা হাজার হাজার কোটি টাকার সুবিধা পাচ্ছেন। সাধারণ ভারতীয়দের শক্তি 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানকে শক্তিশালী করছে। জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার উপর যে জোর দেওয়া হয়েছে, তার থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "আমরা সংবিধান এবং ভারতের জাতীয় পতাকা দ্বারা অনুপ্রাণিত - দরিদ্ররা ন্যায়বিচার পাবেন, সাধারণ মানুষ অগ্রগতির সুযোগ পাবেন, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তদের এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে কোনো বাধার সম্মুখীন হবেন না। সরকারের পক্ষ থেকে যেন কোনো বাধা না আসে।" তবেই অমৃত কালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

> "
> আমরা ভারতের সংবিধান এবং জাতীয় পতাকা দ্বারা অনুপ্রাণিত - দরিদ্ররা ন্যায়বিচার পায়, লোকেরা অগ্রবর্তী হওয়ার সুযোগ পাবেন, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তরা এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধার সম্মুখীন হবে না। সরকারের পক্ষ থেকে যেন কোনো বাধা না আসে।
>
> **- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

সামগ্রিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা

ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত।

যদিও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্তরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং দৈনন্দিন জীবনে অনেক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়, তবুও তাঁরা জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করে। তাঁরা টিভি, রেডিও, সংবাদপত্রের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া এবং উচ্চ-আয়ের গোষ্ঠীর খরচের ধরণ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

এই শ্রেণীটি শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সরকারি স্কিম থেকে উপকৃত হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সরাসরি সুবিধা স্থানান্তর (যেমন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনা), আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (জেএএম ট্রিনিটি), এলপিজি ভর্তুকি, সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন, শৌচাগার নির্মাণ, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং পেনশন প্রকল্প। সেবা খাতে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

পাওয়ায় এই শ্রেণি উপকৃত হয়েছে। যদিও উচ্চ মধ্যবিত্তকে সাধারণত আর্থিক সম্পদ, ব্যাংক আমানত এবং স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। চিকিৎসক, আইনজীবী, পেশাদর, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। মধ্যবিত্তকে স্থিতিশীল কিন্তু কম বেতনের চাকরি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তাঁদের সঞ্চয় কম এবং বেতনের উপর নির্ভরতা বেশি। এই শ্রেণী ঐতিহ্যগতভাবে শিক্ষাকে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী হয়ে ওঠার পথ হিসাবে গণ্য করে।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকেই ন্যূনতম সরকার, সর্বোচ্চ শাসনের বিষয়ে অভিনিবেশ করেছে। সাধারণ নাগরিক এখন বুঝতে পেরেছে যে এখন কেন্দ্রে এমন একটি সরকার রয়েছে যা তার নাগরিকদের বিশ্বাস করে। কেন্দ্রীয় সরকার স্ব-প্রত্যয়নকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন আর কোনও সাধারণ মানুষকে ফর্ম প্রত্যায়িত করার জন্য এক অফিস থেকে অন্য অফিসে ছুটে বেড়াতে হয় না। স্ব-প্রত্যয়ন প্রায় সমস্ত প্রক্রিয়াকে বেশ সহজ করে তুলেছে। কোনও স্কিমের জন্য নিবন্ধন করা হোক বা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আবেদন করা হোক বা ঋণের জন্য আবেদন করা, সব জায়গায় স্বপ্রত্যয়ন হয়।

সরকারের অধিকাংশ কাজ ও প্রক্রিয়া এখন অনলাইনে। ডিজিলকার নাগরিকদের একাধিক ইন্টারফেসে ব্যক্তিগত নথি সংরক্ষণ করার সুবিধা দেয়। আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া এখন সহজ এবং দ্রুত হয়েছে। এগুলি এমন কিছু উদাহরণ যা জীবনকে সহজ করে তুলেছে। এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি সহজ এবং যৌক্তিক মনে হতে পারে, তবে সেগুলি বাস্তবায়ন করতে একজন দূরদর্শী নেতা এবং সাত দশক লেগেছিল। এটি দেখায় যে কীভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করতে এবং মধ্যবিত্ত-সহ সমাজের সমস্ত অংশকে প্রথম থেকেই উন্নয়নের স্রোতে সামিল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সামগ্রিকভাবে, কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যবিত্তের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহায্য করার চেষ্টা করেছে এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের পকেটে যতটা সম্ভব অর্থ সঞ্চয় করার চেষ্টা করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ কীভাবে মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্খা বুঝতে পেরেছে এবং তার সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আসুন তা জেনে নেওয়া যাক...●

মধ্যবিত্তের বিকাশ মানে সমৃদ্ধি, নিরাপদ ভবিষ্যৎ, উন্নত জীবন এবং সহজতা

গত আট-নয় বছরে, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য সুবিধাগুলির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য একটি সামগ্রিক-পদ্ধতিগত ব্যবস্থার সঙ্গে কাজ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক পরিচিতি আমাদের মধ্যবিত্তদের মধ্যে একটি গর্বের অনুভূতি জাগ্রত করেছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত সরকার চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। সমৃদ্ধি, নিরাপদ ভবিষ্যৎ, উন্নত জীবন এবং সহজতার নীতির ভিত্তিতে, কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষদের উন্নয়নের পথ প্রস্তুত করেছে।

সমৃদ্ধি

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মধ্যবিত্তরা সমৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছে। ২০১৪ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে আট বছরে বার্ষিক মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৪.৬%, যা উপরিউক্ত সময়ের আগের আট বছরে ছিল ৮.৭%। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকটের মধ্যেও, ভোক্তা মূল্য সূচক ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ৫.৭% ছিল, যা বহু জি-২০ দেশের তুলনায় অনেক কম ছিল।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত জনসংখ্যার জন্য সমান মাসিক কিস্তি বা ইএমআই অনেক সহজ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে ২০১৪ সালের মে মাসে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ঋণের সুদের হার ছিল ১৪%, যা ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রায় ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এটি মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির জন্য তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আরও ঋণগ্রহণ আরও সহজ করে দিয়েছে।

এক দেশ- এক কর (জিএসটি) উদ্যোগের ফলে আনুমানিক ১৮ লক্ষ কোটি টাকার সঞ্চয় হয়েছে, যার ফলে পরিবারগুলির বার্ষিক সঞ্চয় হয়েছে ১২,০০০ টাকা।

পিএম মুদ্রা যোজনার ৩৮ কোটি সুবিধাভোগীর মধ্যে ১২ কোটি মধ্যবিত্ত মানুষ যারা জামানত ছাড়াই ঋণ হিসাবে ৭ লক্ষ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। শক্তিশালী আর্থিক নীতি এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ফলে এনপিএ হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে ছিল ১১.১%, তা ২০২২-২৩ সালে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৫.৮%।

সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ

মধ্যবিত্তদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উভয় বিষয়ে, ভারত সরকার এই বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গত নয় বছরে ৩৫৩টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছে। ১৫টি নতুন এমস এবং ২৬১টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল স্তরে ৭৭,৩৮৬টি নতুন আসন উপলব্ধ করা হয়েছে।

- আজ ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি 'আয়ুষ্মান ভারত' চলছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প ৫০ কোটিরও বেশি দরিদ্র এবং মধ্যবিত্তদের জন্য উচ্চমানের এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করছে।
- লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত মানুষ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, স্টেন্ট এবং কম খরচে হাঁটু প্রতিস্থাপনের সুযোগ পাচ্ছেন।
- ২০২৩ সালে, বিশ্ব তালিকায় ৪১টি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থান দখল করেছে, যেখানে ২০১৪ সালে সেই সংখ্যা ছিল মাত্র নয়টি।
- কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের ফলে সাধারণ মানুষ ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্রগুলি থেকে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনছেন, এর ফলে ২০,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।
- ৯০০০ জনঔষধি কেন্দ্রে ৫০-৯০% সস্তা জেনেরিক ওষুধ পাওয়া যায়, ১.৫ লক্ষ আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রে ৮৭ কোটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে।

উত্তম জীবন

আধুনিক বিশ্বের অগ্রগতি আধুনিক অবকাঠামোর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। এটি মধ্যবিত্তের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করে।

- ২০২২ সালের মধ্যে, ভারত ১.৬৫ লক্ষ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক তৈরি করেছে। রাস্তা ও সেতুতে মূলধন ব্যয় দশগুণ বৃদ্ধির কারণে আমেরিকার পরে ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে।
- ভারতে এখন ২৭টি শহরে মেট্রো সংযোগ রয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে ভারতে বিশ্বব্যাপী তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে।
- ভারতে মাথাপিছু মোবাইল ডেটা ব্যবহারের হার সবচেয়ে বেশি এবং প্রতি জিবি ডেটা খরচ বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন। ১২০ কোটি মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রায় ৮০ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এক বছরের মধ্যে ফাইভ-জি সংযোগ পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি অনলাইন শিক্ষা, টেলিমেডিসিন এবং সরকারি পরিষেবাগুলির প্রাপ্যতা আরও সহজ করবে।

সরলতা

- জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের নগদবিহীন ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেমকে বিশ্বের অন্যতম সেরা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
- ২০২১-২২ সালে ৭২৪৫ কোটি ডিজিটাল লেনদেনে ইউপিআই-এর অংশ ছিল ৬৫%। কাগজবিহীন শংসাপত্র প্রমাণীকরণের জন্য ডিজিলকারে ১৪.৯ কোটি ব্যবহারকারী রয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছেন। এ জন্য অবকাঠামো খাতে ব্যয় বাড়ানো হোক বা যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হোক, প্রতিটি স্তরেই দ্রুত কাজ করা হচ্ছে। গত নয় বছরে সরকারি কর্মসূচিগুলি নিশ্চিত করেছে যে দেশের সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে দ্রুত নীতি, পরিকল্পনাগুলির বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- ২০১৪ সাল থেকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুধুমাত্র অবকাঠামোর উপর ক্রমাগত বরাদ্দ বৃদ্ধি করছেন শুধু তাই নয় প্রকল্পের শিলান্যাসের পাশাপাশি সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্নও করা হচ্ছে।
- উড়ান প্রকল্পে, অনেক টায়ার-২ এবং টায়ার-২ শহরগুলিকে বিমান যোগাযোগের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল যাতে বিমানে যাতায়াত শুধুমাত্র বিত্তশালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। এখন মধ্যবিত্তদের কাছে 'উড়ান স্কিমে'র মাধ্যমে কম খরচে বিমান ভ্রমণের বিকল্প রয়েছে।

মেট্রো রেল

২০১৪	৫টি শহরে
২০২২	২৭টি শহরে

গাড়ির ঋণে সুদের হার

- গাড়ি ঋণের সুদের হার ২০১৪ সালে ছিল ১১%, যা ২০২২ সালে ৮ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে।
- সিএলএসএস গৃহঋণের বোঝা কমিয়েছে ৪৮ হাজার কোটি টাকা।
- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা শহরাঞ্চলের অধীনে ১.২৩ কোটিরও বেশি বাড়ি মঞ্জুর করা হয়েছে।

মধ্যবিত্তদের কর ছাড়, কর প্রক্রিয়া আরও সহজ হয়েছে

স্বাধীনতার অমৃত কালে কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য হল সমৃদ্ধশালী, স্বনির্ভর ভারত গড়ে তোলা। সেই কারণে নাগরিকদের জীবনযাত্রা, স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা একান্ত কর্তব্য। আইনি জটিলতা থেকে মুক্ত করে, পদ্ধতির সরলীকরণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিকদের জীবনযাত্রা সহজ করার চেষ্টা চলছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে গুরুত্ব দিয়ে সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে।

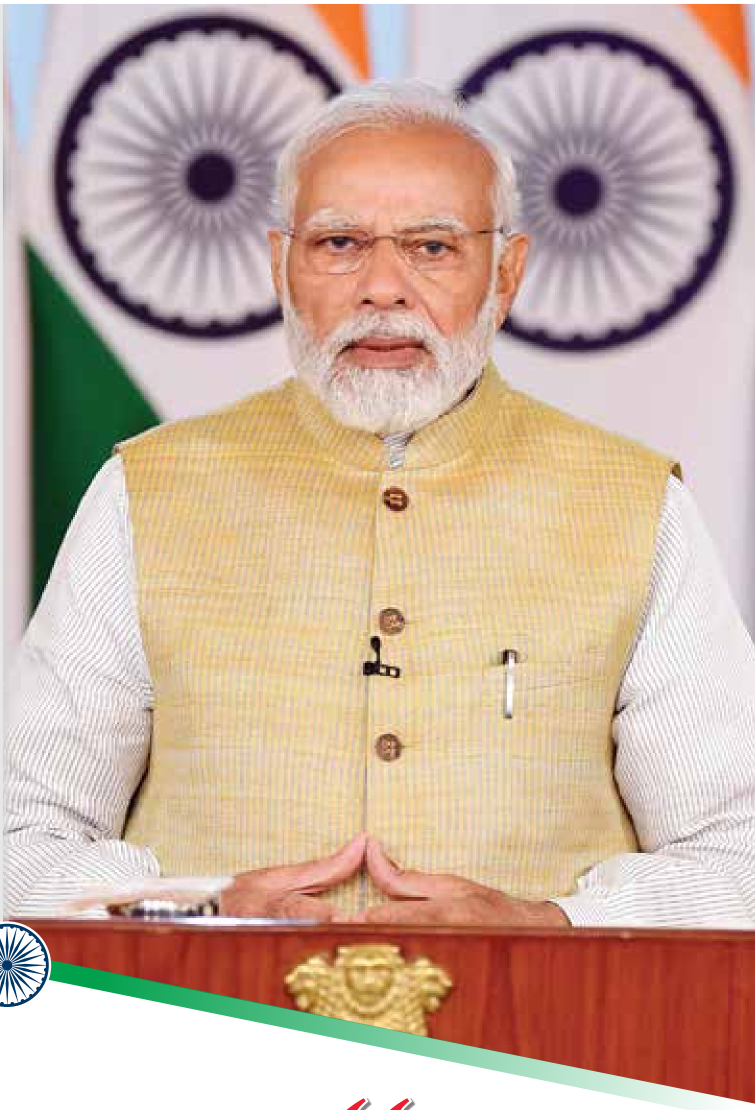

- নতুন কর ব্যবস্থায় ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত হয়েছে।
- আয়কর স্ল্যাব ছয় থেকে কমিয়ে পাঁচ করা হয়েছে।
- নতুন কর ব্যবস্থায়, এখন ৫০ হাজার টাকার 'স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন' সুবিধাও পাওয়া যাবে।
- নতুন কর ব্যবস্থায়, ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে ৪৫,০০০ টাকা এবং ১৫ লক্ষ টাকার আয়ের ক্ষেত্রে ১.৫০ লক্ষ টাকা দিতে হবে।
- নতুন কর ব্যবস্থা ২০২৩-২৪ অর্থ বছর থেকে স্বয়ংক্রিয় কর ব্যবস্থায় পরিণত হবে এবং করদাতাদের পুরানো ব্যবস্থা বেছে নেওয়ার সুবিধা উপলব্ধ থাকবে।
- কার্যকর করের হার ২০১৩ সালে ছিল ১২.৭% যা ২০২২ সালে ৮.৩ শতাংশে নেমে এসেছে (প্রতি বছর ১৫ লক্ষ টাকায়)।
- এখন 'ই-ফাইলিং' সহজ হয়েছে এবং ১৬ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া দ্রুত করা হয়েছে।
- মুখাবয়বহীন মূল্যায়ন এবং আপিলের বিধান হয়রানি থেকে মুক্তি পেয়েছেন।
- করদাতাদের সনদ থেকে তাঁদের অধিকারের সমর্থন।
- সহজ সম্মতির জন্য সহজ কর ব্যবস্থা।
- ১ লক্ষ কোটি টাকার ট্যাক্স বিরোধ নিষ্পত্তি।

> **মধ্যবিত্তের ক্ষমতায়নের জন্য, আমাদের সরকার বিগত বছরগুলিতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং জীবনযাত্রার সহজতা নিশ্চিত করেছে। আমরা করের হার কমিয়েছি, সেইসঙ্গে কর প্রক্রিয়াটিকে সহজ, স্বচ্ছ এবং দ্রুত করেছি। আমাদের সরকার মধ্যবিত্তদের গুরুত্ব দিয়ে কর ছাড় দিয়েছে।**
>
> **- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

মধ্যবিত্তদের জীবনযাত্রা সহজ হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার সহজতা বহুগুণে উন্নত হয়েছে- সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাতে ঘুম পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্যোগের প্রভাব বেশ দৃশ্যমান। মধ্যবিত্তদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে মধ্যবিত্তরা নিজেদের পাকা বাড়ি পেয়েছেন। বাড়ি কিনতে ঋণের সুদে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। নির্মাতার কাছ থেকে সময়মতো বাড়ি পেতে এবং বিনিয়োগ নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য রেরা-এর অধীনে বিধান করা হয়েছিল। আজ সারা দেশে ক্রমবর্ধমান মেট্রো নেটওয়ার্ক মানুষের সময়ের সাশ্রয় করেছে, ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং ডিজিটাল পেমেন্ট পরিষেবাগুলি সকলে সহজে ব্যবহার করতে পারছেন।

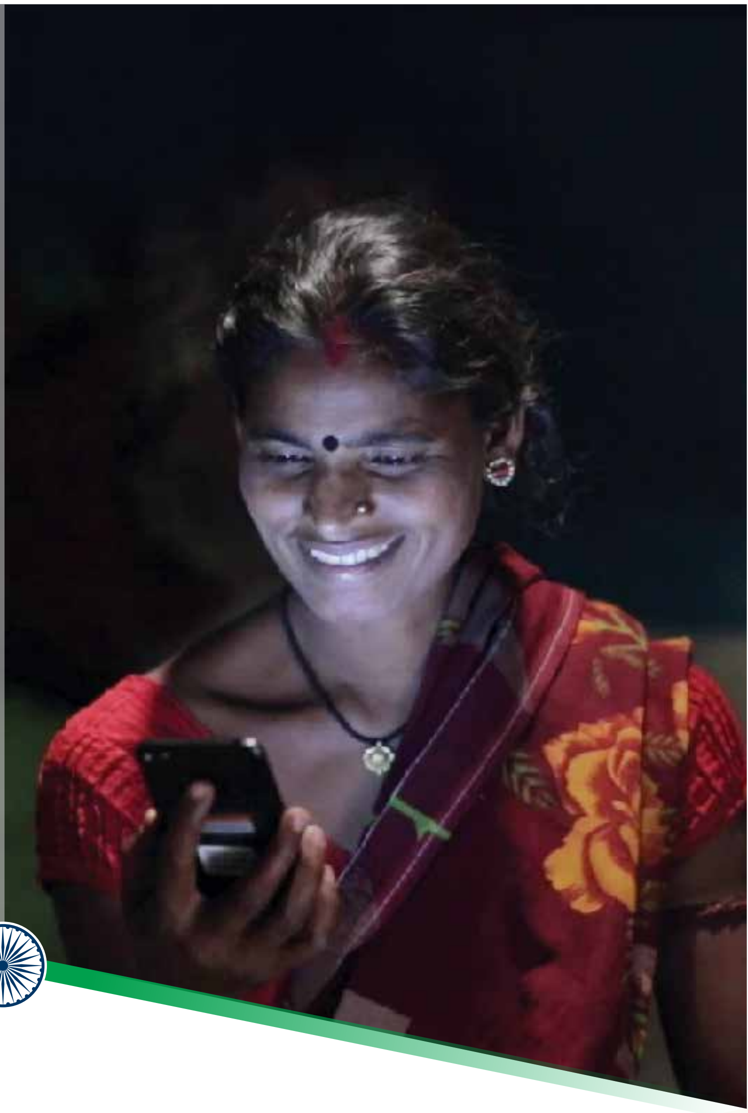

- আপনার স্বপ্নের বাড়িটি রেরা-এর কারণে নির্মাতার কাছ থেকে সময়মতো প্রাপ্ত হয়েছে।
- আবাসন ঋণে ২.৩ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে, ক্রেডিট লিঙ্ক ভর্তুকি স্কিম থেকে সাহায্য পেয়েছেন।
- এখন সাধারণ মানুষ ভিম-ইউপিআই-এর মাধ্যমে ভাড়া দিয়ে সময় বাঁচাচ্ছেন।
- ২০১৪ সালের তুলনায় শহরে মেট্রো পরিষেবা পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ডেটা খরচ ৯৭% কমেছে।
- বাইরে খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে এখন মাত্র ৫% জিএসটি দিতে হয়, আগে কর ছিল ২০%।
- জন ঔষধি কেন্দ্রে বাজার মূল্যের থেকে ৯০% কম দামে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে।
- উজালা এলইডি আলোর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিলে সাশ্রয়।
- গৃহনির্মাণ ঋণের সুদের হার হ্রাসের কারণে লক্ষ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে।
- মুদ্রা লোনের মাধ্যমে মহিলার স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন।

জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য নেটওয়ার্ক প্রস্তুতি সূচকে সাফল্য

৮৩	৬১
২০১৪	২০২২

নেটওয়ার্ক প্রস্তুতি সূচক প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির মাত্রা পরিমাপ করে। ভারত তালিকায় ২২ স্থান এগিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে।

নির্বিঘ্নে আধার পরিষেবা

জিএসটি'র ফলে খাবার সস্তা

দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীকে আধার নম্বর প্রদানের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারির মধ্যে ১৩৫ কোটিরও বেশি আধার নম্বর জারি করা হয়েছে। আধার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজ সহজ করে দিয়েছে। একই সময়ে, এক দেশ, এক কর ব্যবস্থা অর্থাৎ জিএসটি চালু হওয়ার ফলে রেস্তোরাঁয় বসে আহার করা অনেক সাশ্রয়ী হয়েছে।

- ১৩৫.২ কোটি আধার নিবন্ধন হয়েছে।
- রেশন সুবিধার জন্য ৭৫.৩ কোটি মানুষ রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্ত করেছেন।
- ২৭.৯ কোটি মানুষ এলপিজি গ্যাস ভর্তুকির জন্য আধার সংযুক্ত করেছেন।
- ৭৫.৪ কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আধারের সঙ্গে যুক্ত।
- আধারের সাথে যুক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে ১৫০০ কোটিরও বেশি লেনদেন করা হয়েছে।

রেস্তোরাঁয় খাবার সস্তা হয়েছে

প্রতি ১০০০ টাকার বিলে প্রায় ১৫০ টাকা সাশ্রয়

২০১৪ সালে
জিএসটি'র আগে

বিল- ১০০০ টাকা

পরিষেবা খরচ ১০% = ১০০ টাকা
পরিষেবা কর ৬.৫% = ৬৫ টাকা
কেকেসি ০.২% = ২.২ টাকা
এসবইসি ০.২% = ২.২ টাকা
ভ্যাট ১৪.৫% = ১৩৭.৫ টাকা

মোট = ১৩০৩.৫ টাকা

২০২২-২৩ সালে
জিএসটি'র পরে

বিল- ১০০০ টাকা

পরিষেবা খরচ ১০% = ১০০ টাকা
জিএসটি ৫% = ৫৫ টাকা

মোট = ১,১৫৫

গৃহ ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা পেয়েছে, সংযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে

মধ্যবিত্তের বাড়ির মালিক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে এবং তাঁদের সারাজীবন উপার্জনের পরে বিনিয়োগ যাতে আইনত সুরক্ষিত থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি বা রেরা গঠিত হয়েছিল। এটি বাড়ির ক্রেতাদের অধিকার রক্ষা করে তাই নয় বিলম্ব বা অন্য কোনো নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য নির্মাতাদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে। এর পাশাপাশি দেশের সংযোগ ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ হয়েছে।

৮৬৯৪২
রাজ্যগুলির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রিয়েল এস্টেট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা উপরিউক্ত মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

- রেরা আইন ২০১৬ বাড়ির ক্রেতাদের সুরক্ষা প্রদান করে।
- বাড়ির কার্পেট এলাকা ব্যাখ্যা রয়েছে।
- বিলম্বের জন্য আর্থিক জরিমানা, ক্রেতার অনুমতি ছাড়া কোন পরিবর্তন করা যাবে না।
- আবাসনে মধ্যবিত্তের বিনিয়োগ সুরক্ষিত রাখা।
- রেরা-এর পরে, নির্মাতারা বিলম্বের জন্য সুদ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।
- ২৫,০০০ কোটি টাকার স্বামী বিনিয়োগ তহবিল আটকে থাকা প্রকল্পগুলি শুরু করতে সহায়তা করেছে।

সংযোগ সম্প্রসারণ

	২০১৪	২০২২-২৩
ইন্টারনেট সংযোগের সংখ্যা	২৫.১৫ কোটি	৮৩.৬৯ কোটি
ব্রডব্যান্ড সংযোগের সংখ্যা	৬.১০ কোটি	৮১.৬২ কোটি
১ জিবি ডেটা খরচ	২৬৯ টাকা	১০.২৯ টাকা

উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতকে এক উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রযুক্তি, উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করার উপর জোর দিয়েছেন। সেই লক্ষ্যে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, অটল উদ্ভাবন মিশনের মতো আরও অনেক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ কারণে শুধু আত্মকর্মসংস্থানই বাড়ছে না, তরুণদের মধ্যে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের আগ্রহও বেড়েছে।

- ২০১৬ সালে স্টার্টআপের সংখ্যা ছিল ৪৪৫টি, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে স্বীকৃত স্টার্টআপের সংখ্যা হয়েছে ৮৬,৭১৩।
- ৪৬ শতাংশের বেশি স্বীকৃত স্টার্টআপে কমপক্ষে একজন মহিলা পরিচালক রয়েছেন।
- ২০১৪ সালে মাত্র চারটি ইউনিকর্ন ছিল, ২০২২ সালে ১০৮টিরও বেশি ইউনিকর্ন রয়েছে।
- ভারতের শীর্ষ ১০০টি ইউনিকর্নের মূল্য ৩৩৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

- প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার অধীনে ২০২২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ৩৮.৫৮ কোটিরও বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৬৮% নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন।
- প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে মাত্র তিন বছরে ১.১২ কোটি অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।
- অটল উদ্ভাবন মিশনের অধীনে ২০২২ সালের মধ্যে ১০ হাজার অটল টিঙ্কারিং ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ১.৩৪ কোটি ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার অধীনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

আইআইএম-এর সংখ্যা বৃদ্ধি

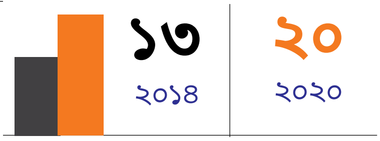

স্টার্ট আপের সংখ্যা

ইউনিকর্নের সংখ্যা

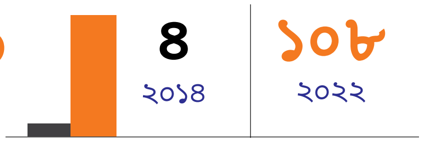

আইআইটি'র সংখ্যা বৃদ্ধি

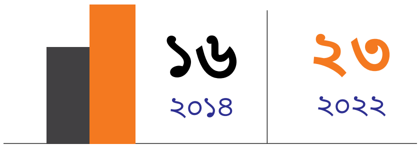

সর্বজনীন শিক্ষার উপর জোর, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য

শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গড়ে তোলা এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে উচ্চ শিক্ষায় তালিকাভুক্তির অনুপাত ২৬.৩% থেকে বাড়িয়ে ৫০% করার লক্ষ্যে ৩৪ বছর পর নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি ২020 কার্যকর করা হয়েছিল। এর পাশাপাশি সরকার উচ্চশিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এসব প্রচেষ্টার ফলে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, মেডিক্যাল কলেজ ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও আইআইএম এবং আইআইটি-র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বর্ধিত সুযোগ তরুণতরুণীদের জন্য শিক্ষাকে সহজলভ্য করেছে।

কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি রাঙ্কিং

২০২২ সালের শীর্ষ বিষয়ভিত্তিক রাঙ্কিংয়ের ভারতের চারটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান শীর্ষ দশটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে।

- এক দেশ, এক ডিজিটাল মঞ্চ: সমস্ত গ্রেডের জন্য কিউআর কোড সহ পাঠ্য বই। এক দেশ, এক পরীক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এক দেশ, এক পরীক্ষা সংস্থা শুরু হয়।
- রেডিও, কমিউনিটি রেডিও, এবং সিবিএসই পডকাস্ট 'শিক্ষাবাণী'র মাধ্যমে উপলব্ধ হয়েছে। ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে মুক্ত, দূরশিক্ষা এবং অনলাইন শিক্ষার মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করার জন্য স্বয়ম পোর্টালে ক্রেডিট দেওয়া হচ্ছে। মানসম্পন্ন ভার্চুয়াল শিক্ষার জন্য দিশা এবং স্বয়ম প্রভা টিভির মতো মঞ্চের ব্যবহার।
- আইআইএমবি এবং আইআইএমএ ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শীর্ষ ১০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে।
- সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন এবং ব্রিকস দেশসহ ৪৫টি দেশের সঙ্গে পারস্পরিক কর্মসূচির বিষয়ে চুক্তি রয়েছে। ২০১৪-২০২২ পর্যন্ত ভারতে ৫৭০০টিরও বেশি নতুন কলেজ স্থাপন করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রতিদিন দুটি নতুন কলেজ খোলা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

২০১৪	২০২২
৭২০	১০৪৩

মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৭০% এবং আসন ৯৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

	কলেজ	স্নাতক আসন	স্নাতকোত্তর আসন
২০১৪	৩৮৭	৫১,৩৪৮	৩১,১৮৫
২০২৩	৬৫৫	১,০০,১৬৩	৬৫,৩৩৫

এমন পদক্ষেপ যা জীবনের কষ্টগুলি লাঘব করেছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবনযাত্রার সহজতা মানে 'শুধু বিশেষ শ্রেণী' নয়, তার অর্থ হল গ্রামাঞ্চলের নাগরিক, দরিদ্র এবং মধ্যবিত্তদের জীবন সহজ করা। বিগত নয় বছরে, কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র বৃহৎ পরিসরে দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি উপলব্ধি করেনি, মানুষকে মধ্যবিত্ত হয়ে উঠতে এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে তাঁদের জীবনযাত্রা সহজ করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

- **প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনার অধীনে মানুষের জন্য ৪৪.৬ কোটি টাকার বিমা।**
- **প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা শহরাঞ্চল এবং গ্রামীণের অধীনে ৩ কোটিরও বেশি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে।**
- **প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা ৯.৬ কোটি নতুন গ্যাস সংযোগ।**
- **জল জীবন মিশনের অধীনে প্রায় সাড়ে তিন বছরে ৮.০৭ কোটি কল থেকে জলের সংযোগ।**
- **ভারতনেটের মাধ্যমে ১.৭৭ লক্ষ গ্রাম অপটিক্যাল ফাইবার দ্বারা সংযুক্ত।**
- **প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা ৪৭.৮ কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট।**
- **সৌভাগ্য প্রকল্পের অধীনে ২.৮ কোটি বিদ্যুৎ সংযোগ।**
- **স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে ১১.৭ কোটি শৌচাগার।**
- **প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার ৫৫.৫% ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মহিলাদের নামে।**
- **প্রধানমন্ত্রী গরীব অন্ন যোজনার অধীনে ৮০ কোটি মানুষ খাদ্যশস্য পেয়েছে।**
- **আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে ১৭.৯ কোটি স্বাস্থ্য বিমা কার্ড।**
- **উমাং অ্যাপের মাধ্যমে ২০,৫২২ টিরও বেশি সরকারি পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে।**

পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে

পরিকাঠামোর বিকাশের জন্য ব্যয় শুধুমাত্র এক উন্নত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে না, তার সঙ্গে এটি কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে এবং মধ্যবিত্তের পরিধি প্রসারিত করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমে পিএম গতি শক্তি শুরু করেন। এবারের বাজেটে রেলের জন্য ২.৪০ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা হোক, বা নতুন বিমানবন্দরের ঘোষণা, বা অন্যান্য নাগরিক সুবিধার প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি, সবকিছুতেই উপকৃত হবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

অবকাঠামো

বাজেট নয় বছরে চার গুণ বেড়েছে

২০১৫-১৬	**২.৫ লক্ষ কোটি**
২০২৩-২৪	**১০ লক্ষ কোটি**

সর্বোচ্চ ব্যয়: সমাজকল্যাণ, নগর উন্নয়ন, পরিবহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে।

পরিবহন

৯ বছরে বাজেট বেড়েছে ৫ গুণ

২০১৫-১৬	**৮৫,০০০ কোটি টাকা**
২০২৩-২৪	**৫,১৭,০০০ কোটি টাকা**

২৭টি গ্রিন ফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করা হচ্ছে। পরিবহন খাতের ৫৮টি সেবা অনলাইনে করা হয়েছে।

জাতীয় সড়ক

৯ বছরে সাত গুণ বেড়েছে বাজেট

২০১৫-১৬	**২৩০০০ কোটি টাকা**
২০২৩-২৪	**১,৬২,০০০ কোটি টাকা**

২০১৪ সালে মহাসড়কের পরিধি ছিল ৯৭ হাজার কিমি, যা ২০২২ সালে বেড়ে ১.৪৪ লক্ষ কিমি হয়েছে।

জল জীবন মিশন

১২ গুণ বাজেট বৃদ্ধি

২০২৩-২৪
৭০,০০০ কোটি টাকা

২০১৮-১৯
৫৫০০ কোটি টাকা

শিক্ষা

দেড় গুণ বৃদ্ধি

২০২৩-২৪
১,১২,৯০০ কোটি টাকা

২০১৫-১৬
৬৭,২০০ কোটি টাকা

স্বাস্থ্য

৯ বছরে ২.৬ গুণ বরাদ্দ

২০২৩-২৪
৮৮,৯৫০ হাজার কোটি টাকা

২০১৫-১৬
৩৪,১৩০ হাজার কোটি টাকা

ভারত তার চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে বিশ্বের কাছে তার শক্তি প্রমাণ করেছে

দেশ এবং জনগণের পরিবর্তিত চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি কেবল বিশ্বকে ভারতের শক্তিকে অনুধাবন করতে সাহায্য করেনি, এটি বিশ্বব্যাপী ফোরামে অনেক ক্ষেত্রে প্রশংসিতও হয়েছিল। তদুপরি, অন্যান্য অনেক দেশ ভারতের নীতি এবং 'পন্থা' গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোভিড মহামারী এবং অন্যান্য বৈশ্বিক সংকোটগুলিকে ভারত সুযোগে পরিণত করেছে, অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে।

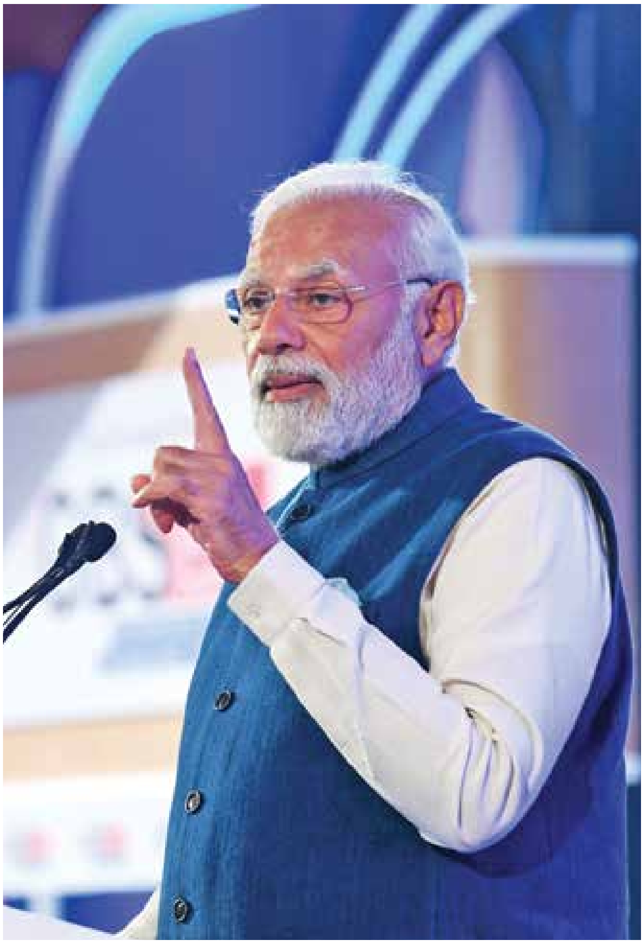

কোভিড মহামারির পরে, দেশে বিদেশে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। নতুন নতুন সংকট উপস্থিত হয়েছে এবং তাদের মোকাবেলা করার উপায়ও হয়েছে। ভারত দ্রুত এই বিপর্যয় ও চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করেছে। ফলস্বরূপ, কোভিড মহামারী, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও, ভারত প্রশংসনীয় কাজ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৭ ফেব্রুয়ারি ইকোনমিক টাইমস গ্লোবাল বিজনেস সামিট ২০২৩-এ ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে গত ১০০ বছরের সবচেয়ে প্রাণঘাতী মহামারির মধ্যেও ভারত যেভাবে কাজ করেছে, বিশ্বকে সহায়তা করেছে তা চিরকাল মানুষ মনে রাখবে।

২০১৪ সালে, লক্ষ কোটি টাকা কেলেঙ্কারির কারণে দেশের সুনাম খারাপ হয়েছিল। মানুষের চেষ্টার অভাব এবং নীতির কারণে দীর্ঘদিন ধরে অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলি স্থগিত থাকতো। দেশের পক্ষে এমন মানসিকতা এবং পদ্ধতির সাথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া কঠিন ছিল। এই কারণে, কেন্দ্রের নতুন সরকার শাসনের প্রতিটি দিককে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার ইতিবাচক ফলাফল এখন দৃশ্যমান।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকারের চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়েছে, এবং যে নতুন নীতিগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে, তার প্রভাব এখন দৃশ্যমান। দরিদ্রদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে শুরু করেছে, এবং তাঁরা ব্যাঙ্ক লোনও পেতে শুরু করেছে। দরিদ্ররা তাঁদের বাড়িঘর ও সম্পত্তির মালিকানা পেতে শুরু করেছে। এখন সাধারণ মানুষের কাছে শৌচাগার, বিদ্যুৎ, রান্নার স্বচ্ছ জ্বালানি এবং দ্রুত ইন্টারনেট সংযোগের মতো সুবিধা উপলব্ধ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত, কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি বেনিফিট ট্রান্সফার বা ডিবিটি'র অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮ লক্ষ কোটি টাকা সরাসরি দরিদ্রদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর উক্তি উল্লেখ করে বলেছিলেন যে "কেন্দ্র থেকে এক টাকা পাঠালে, প্রকৃত সুবিধাভোগীর কাছে মাত্র ১৫ পয়সা পৌঁছায়। এইভাবে কোটি কোটি টাকা অন্যের পকেটে চলে যেত বা লুট হয়ে যেত। বর্তমান সরকারের নতুন চিন্তাধারার কারণে, আজ প্রতি

উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে চাকরি মেলা, নিয়োগপত্র হস্তান্তর

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে যুবকদের জন্য সরকারি চাকরির বড় মাপের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায়, সরকার উত্তরপ্রদেশে ২৬ ফেব্রুয়ারি এবং উত্তরাখণ্ডে ২০ ফেব্রুয়ারি একটি কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করেছিল। উত্তরপ্রদেশের কর্মসংস্থান মেলায় পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর এবং সমতুল্য সিভিল পুলিশ পোস্ট, প্লাটুন কমান্ডার এবং দমকল বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের কর্মসংস্থান মেলায় ভাষণ দিতে গিয়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে আজকের নিয়োগ ৯০০০ পরিবারে সমৃদ্ধি আনবে এবং মানুষের নিরাপত্তা বোধ বৃদ্ধি করবে। ২০২৩ সালের ২০ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বিভাগ এবং সংস্থায় নিয়োগপ্রাপ্ত ৭১,০০০ জনকে নিয়োগপত্র বিতরণ করেছিল। যখন ২০২২ সালে ২২ নভেম্বর, সারা দেশে ৪৫টিরও বেশি শহরে ৭১,০০০টিরও বেশি যুবক নিয়োগপত্র পেয়েছে। এর আগে ২০২২ সালের অক্টোবরে ৭৫,০০০ নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়েছিল।

সুবিধাভোগীর কাছে একশো টাকার মধ্যে একশো টাকা পৌঁছে যায়।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন যে প্রতিটি ভারতীয় যখন শৌচাগার ব্যবহারের সুবিধা পাবে তখন দেশ উন্নয়নের একটি নতুন স্তরে পৌঁছে যাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে এটি বলা হয়েছিল, কিন্তু সমাধান খুঁজে বের করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়নি। এ কারণে দীর্ঘদিন ধরে দেশের একটি বড় অংশ মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। গ্রামীণ এলাকায়, ২০১৪ সাল থেকে শৌচাগার ৪০% থেকে বেড়ে ১০০% হয়েছে। দেশে স্বচ্ছ ভারত অভিযান শুরু হয়েছিল, এবং ১১ কোটিরও বেশি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছিল।

২০১৪ সালের আগে, এরকম ১০০টিরও বেশি জেলা ছিল, যা অনগ্রসর জেলা হিসাবে পরিচিত ছিল। এসব জেলার পরিচয় ছিল দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, জল, স্কুল, হাসপাতাল, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নতুন সরকার অনগ্রসরতাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করেছে এবং এই জেলাগুলির নাম পরিবর্তন করে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা করা হয়েছে। সরকারের নতুন চিন্তার ফলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলোর অবস্থা এখন দেশের গড়ের চেয়ে ভালো।●

পদ্ধতির পরিবর্তনের ফল নয় বছরে দৃশ্যমান

- সাড়ে তিন বছরে আট কোটি নতুন বাড়িতে কল থেকে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।
- বর্তমানে ভারতে প্রতিদিন ৩৮ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক তৈরি হচ্ছে।
- প্রতিদিন পাঁচ কিলোমিটারের বেশি রেললাইন বসানো হচ্ছে। বিমানবন্দরের সংখ্যা ৭৪ থেকে বেড়ে ১৪৭ হয়েছে।
- গ্রামীণ এলাকায় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।
- ৮০,০০০ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।
- তিন কোটি দরিদ্র পরিবারকে পাকা বাড়ি দেওয়া হয়েছে।
- ২০১৪ সালের পর প্রতি মাসে ছয় কিলোমিটার মেট্রো নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হচ্ছে।
- মেট্রো রুটের দৈর্ঘ্যের নিরিখে, ভারত বর্তমানে বিশ্বে পঞ্চম স্থানে রয়েছে, তবে কয়েক মাসের মধ্যে তৃতীয় স্থানে চলে যাবে।
- বেসামরিক বিমানের ১২৮ রুট খোলার ফলে সময় এবং জ্বালানী উভয়ই সাশ্রয় হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তে প্রায় এক লক্ষ টন কার্বন নিঃসরণ কমেছে।
- আজ, বিশ্বের ৪০% রিয়েল-টাইম ডিজিটাল লেনদেন ভারতে হয়।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

দানা শস্যের ১০০% মোড়কবন্দি করা হবে পাটের বস্তায়, ২২তম আইন কমিশনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কৃষক ও সাধারণ নাগরিকদের জীবন উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার এ লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তেও এই প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। সরকার জানিয়েছে ১০০% শস্য পাটের বস্তায় মোড়কবন্দি করা হবে। এর ফলে শুধু কৃষকই নয়, পাটকলগুলোও লাভবান হবে। মন্ত্রিসভা আইন কমিশনের মেয়াদ বাড়ানো, গায়ানা ও ভারতের মধ্যে একটি বিমান পরিষেবা চুক্তি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

সিদ্ধান্ত: **কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২২-২৩ বছরের জন্য প্যাকেজিংয়ে বাধ্যতামূলক পাটের ব্যবহারের জন্য বিধি অনুমোদন করেছে। নিয়ম অনুযায়ী খাদ্যশস্যের প্যাকিংয়ে শতভাগ পাটের ব্যাগ এবং চিনির প্যাকিংয়ে ২০ শতাংশ পাটের ব্যাগ ব্যবহার করা হবে।**

প্রভাব: এই সিদ্ধান্তের ফলে ৩.৭ লক্ষ পাটকল এবং আনুষঙ্গিক ইউনিট উপকৃত হবে। এ ছাড়া ৪০ লক্ষ কৃষক পরিবারের জীবনযাত্রার উন্নতি হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে পশ্চিমবঙ্গ, কারণ সেখানে ৭৫টি পাটকল রয়েছে। বিহার, ওড়িশা, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানাও এই সিদ্ধান্তের সুবিধা পাবে। প্রতি বছর, সরকার খাদ্যশস্য বস্তাবন্দি করার জন্য পাটের বস্তার জন্য প্রায় ৯০০০ কোটি টাকা ব্যয় করবে।

সিদ্ধান্ত: **ভারতের ২২তম আইন কমিশনের মেয়াদ ২০২৪ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত প্রসারিত করার অনুমোদন।**

প্রভাব: আইন কমিশন ভারত সরকারের একটি অ-সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যা সময়ে সময়ে গঠিত হয়। বর্তমান ২২তম আইন কমিশনের মেয়াদ ২০ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে। ২২তম আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা সম্প্রতি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আইন কমিশন এ পর্যন্ত ২৭৭টি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

সিদ্ধান্ত: **আন্তর্জাতিক বিমান সংযোগ সম্প্রসারণের জন্য ভারত-গায়ানা বিমান পরিষেবা চুক্তির অনুমোদন।**

প্রভাব: গায়ানার সাথে বিমান পরিষেবা চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে দুই দেশের মধ্যে বিমান পরিষেবার বিধানের জন্য একটি কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ভারত এবং গায়ানার মধ্যে বিমান পরিষেবার জন্য আইনি বিধান রয়েছে। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও নিরবচ্ছিন্ন এবং উন্নত হবে। এয়ারলাইন্সগুলোও বাণিজ্যিক সুযোগ থেকে উপকৃত হবে। গায়ানার বহু ভারতীয় বসবাস করেন।

সিদ্ধান্ত: **আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল চুক্তি (শিকাগো কনভেনশন), ১৯৪৪-এর সংশোধন সংক্রান্ত তিনটি প্রোটোকলের অনুমোদন।**

প্রভাব: ভারত আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচলের বিষয়ে আরও বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। এই প্রোটোকল আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল কনভেনশনে অন্তর্ভুক্ত নীতিগুলির প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতিকেও পুনর্ব্যক্ত করে। ●

করদাতাদের প্রতিটি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে

ভারত সরকার বাজেট প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু সংস্কারসাধন করেছে। সংসদে বাজেট পেশ করার তারিখ পরিবর্তন করে ১ ফেব্রুয়ারি করা হয়েছে। বাজেট পেশ করার পর গত কয়েক বছর ধরে বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারের মাধ্যমে বাজেটের আরও ভালো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। জনসাধারণের অংশগ্রহণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই ওয়েবিনারগুলি বাজেটের আরও কার্যকর, দ্রুত এবং নির্বিঘ্ন বাস্তবায়নের জন্য সমস্ত সংশ্লিষ্ট অংশীদারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৩-২৪ এ ঘোষিত 'সপ্তর্ষি' ভাবনার উপরে ওয়েবিনারে ভাষণ দিয়েছিলেন...

বাজেটের পর ফেব্রুয়ারি মাসেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মোট পাঁচটি ওয়েবিনারে ভাষণ দেন। ওয়েবিনারের বিষয়বস্তু ছিল পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন, কৃষি ও সমবায়, যুব শক্তি-দক্ষতা ও শিক্ষার ব্যবহার, সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কাছে পৌঁছানো/কেউ যেন পিছিয়ে না পড়েন এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগান: জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য আনতে প্রযুক্তির ব্যবহার। ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত ওয়েবিনারে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সরকারি দফতরের মূল অংশীদারী, নিয়ন্ত্রক, শিক্ষাবিদ, বাণিজ্য ও শিল্প সমিতির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সরকারি ও বেসরকারি খাত, শিক্ষা, শিল্প এবং তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিদের একত্রিত করার উদ্দেশ্য হল বাজেট ঘোষণার কার্যকর, দ্রুত এবং নির্বিঘ্ন বাস্তবায়ন।

পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়নের উপর জোর

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৩-২৪-এর সাতটি শীর্ষ অগ্রাধিকারের অন্যতম প্রধান হল পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন যাতে দেশে সবুজ শিল্প ও অর্থনৈতিক রূপান্তর, পরিবেশ বান্ধব কৃষি এবং সুস্থায়ী শক্তির বিকাশ হয়। এতে বিপুল সংখ্যক সবুজ কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে। সবুজ উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে বেশ কিছু প্রকল্প ও উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ২০১৪ সালের পর দেশে পেশ করা সমস্ত বাজেটে বর্তমান সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি নতুন যুগের সংস্কারের উপরেও লক্ষ্য রেখেছে। সবুজ বৃদ্ধি এবং শক্তি সঞ্চালনের তিনটি স্তম্ভের মধ্যে রয়েছে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করা এবং দেশকে ক্রমবর্ধমান গ্যাস-ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে নিয়ে যাওয়া।

নয় বছরে পাঁচ গুণ বেড়েছে কৃষি বাজেট

ভারতের কৃষি খাত স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে বঞ্চিত ছিল। ২০১৪ সালের বাজেটে কৃষিক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৫,০০০ কোটি টাকা, আজ তা বেড়ে হয়েছে ১,২৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি। এ কারণেই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিটি বাজেটকে গ্রাম, দরিদ্র, কৃষকের বাজেটও বলা হয়ে আসছে। ভারতের সমবায় খাতে এক নতুন বিপ্লব ঘটছে। কৃষি ও সমবায় বিষয়ের উপর আয়োজিত একটি ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান "স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে আমরা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিশ্বের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। কিন্তু আমাদের কৃষকরা শুধু আমাদের স্বনির্ভরই করেনি, তাঁদের প্রচেষ্টার কারণেই আজ আমরা কৃষিজাত পণ্য রফতানিও করতে পেরেছি।"

অমৃতকালের প্রথম বাজেটে, যুবকরাই আশার আলো

আমাদের যুবকরা উন্নত ভারত গঠনের স্বপ্ন নিয়ে দেশের অমৃত যাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাই অমৃতকালের এই প্রথম বাজেটে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তরুণদের। 'যুব শক্তি-দক্ষতা ও শিক্ষা' বিষয়ের উপর আয়োজিত একটি ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "বর্তমানে সারা বিশ্ব ভারতকে একটি উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করছে। সেই কারণেই আজ ভারতে বিনিয়োগ নিয়ে বিশ্বজুড়ে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় একজন দক্ষ কর্মী বাহিনী আজ খুবই কাজে লাগে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার বছরের পর বছর ধরে আমাদের শিক্ষা খাতকে প্রভাবিত করে এমন অসঙ্গতিগুলিকে দূর করার চেষ্টা করেছে। আজ সরকার এমন বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে, যার মাধ্যমে 'প্রতিটি স্থান থেকে জ্ঞানের প্রাপ্যতা' নিশ্চিত করা যেতে পারে।

এই বছরের বাজেটে সমাজের প্রান্তিকতম মানুষদের কাছে পৌঁছানোর উপরে বিশেষ মনোযোগ

আগে মৌলিক সুযোগ-সুবিধার জন্য দেশের দরিদ্র মানুষদের সরকারি অফিসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হতো, এখন সরকার সেই সকল সুবিধা দরিদ্রদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। 'রিচিং দ্য লাস্ট মাইল' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "যখন আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো হবে, তখন বৈষম্য ও দুর্নীতির সুযোগ থাকবে না।" এবারের বাজেটে আদিবাসী ও গ্রামাঞ্চলের কল্যাণের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

ভারত প্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করছে

একুশ শতকের ভারত প্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করছে। 'সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার: প্রযুক্তি ব্যবহার করে জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "বছরের পর বছর ধরে, আমাদের সরকারের প্রতিটি বাজেটে দেশবাসীর 'জীবনযাত্রার সহজতা' বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছে। প্রযুক্তি এক দেশ-এক রেশন কার্ড, জন ধন আধার এবং মোবাইলের ভিত্তি হয়ে উঠেছে, যা কোটি কোটি দরিদ্র মানুষকে উপকৃত করেছে। প্রযুক্তির সাহায্যে গত কয়েক বছরে এমএসএমই-এর জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ●

কর্ণাটকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন

কর্নাটকের প্রগতি রেলপথ, সড়কপথ, আকাশপথের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশস্ত হয়েছে

কৃষি, শিল্প এবং স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন খাতকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে, গত কয়েক বছরে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্ণাটকের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটক সফরে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন যা রাজ্যের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করবে। সংযোগ এবং জল সরবরাহ প্রকল্পগুলি রাজ্যের প্রতিটি নাগরিককে উপকৃত করবে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির অধীনে ১৩তম কিস্তি প্রকাশ করেছেন, যা সারা দেশে আট কোটিরও বেশি কৃষককে ১৬,৮০০ কোটি টাকারও বেশি প্রদান করবে...

স্বনির্ভর এবং উন্নত ভারত গঠনের লক্ষ্যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুধুমাত্র নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে কর্ণাটকের জনগণের সঙ্গে দেখা করেছেন। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি আবারও কর্ণাটক সফরে গিয়েছিলেন। সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কর্ণাটকের শিবমোগায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "গত কয়েক বছরে কর্ণাটকের উন্নয়নের রথ এগিয়েছে। এই বৃদ্ধির রথ চলছে প্রগতির পথে। এই প্রগতি পথ, রেলওয়ে, সড়কপথ, বিমানপথ এবং ডিজিটাল সংযোগ বৃদ্ধি করেছে।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখন কর্ণাটকের জনগণের স্বপ্নকে সত্যি করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "২০১৯ সাল পর্যন্ত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিম্নলিখিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন

- প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত শিবমোগা বিমানবন্দরের উদ্বোধন করেছেন। এই বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল বিল্ডিং প্রতি ঘণ্টায় ৩০০ যাত্রী সামলাতে সক্ষম।
- শিবমোগা-শিকারিপুরা রানেবেন্নুরের নতুন রেললাইন এবং কোটেগাঙ্গুরু রেলওয়ে কোচিং ডিপোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেশ কয়েকটি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।
- ৮৯৫ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে ৪৪টি স্মার্ট সিটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন।
- জল জীবন মিশনের অধীনে বহু গ্রাম প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন।

কিষান সম্মান নিধির ১৩তম কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে

- প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির ১৩তম কিস্তিতে আট কোটিরও বেশি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ১৬,৮০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে।
- এই স্কিমের অধীনে, যোগ্য কৃষি পরিবারকে প্রতি বছরে ৬০০০ টাকা দেওয়া হয়। তিনটি কিস্তিতে ২০০০ টাকা করে প্রদান করা হয়। প্রকল্পের ১০০% ভারত সরকার বহন করে।
- এখনও পর্যন্ত ১১ কোটিরও বেশি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২.২৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ সরাসরি স্থানান্তর করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বেলগাভিতে পুনর্নির্মিত রেলস্টেশন ভবনটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন

- প্রায় ১৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মিত বেলাগাভি রেলওয়ে স্টেশন ভবনটি দেশের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে।
- লোন্ডা-বেলাগাভি ঘাটপ্রভা সেকশনের মধ্যে ডবল রেললাইন প্রকল্পের জন্য আনুমানিক ব্যয় হবে ৯৩০ কোটি টাকা।
- জলজীবন মিশনের অধীনে বহু-গ্রাম প্রকল্পের ছয়টি প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ১৫৮৫ কোটি টাকা খরচ হবে। ৩১৫ টিরও বেশি গ্রামের ৮.৮ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

কর্ণাটকের গ্রামাঞ্চলে মাত্র ২৫% বাড়িতে কলের জলের সংযোগ ছিল। আজ, কর্ণাটকে ৬০ শতাংশের বেশি বাড়িতে কলের জলের সংযোগ রয়েছে।" শুধু তাই নয়, কর্ণাটকের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে বর্তমানে রাজ্যে ৪৫ হাজার কোটি টাকার রেল প্রকল্পের কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্ণাটকের শিবমোগায় ৩৬০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন, তিনি বেলাগাভিতে ২৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম হোক বা তার পরে, কর্ণাটকের বেলাগাভি ভারতের নবনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কর্ণাটকের বেলাগাভিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "আজকের পরিবর্তনশীল ভারত বঞ্চিতদের অগ্রাধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে একের পর এক উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্ন করছে। যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে ক্ষুদ্র কৃষকরাও অবহেলিত ছিলেন। ভারতে ৮০-৮৫% ক্ষুদ্র কৃষক রয়েছেন। এখন এই ক্ষুদ্র কৃষকরাই সরকারের অগ্রাধিকার। এখনও পর্যন্ত, প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা জমা হয়েছে।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্ণাটকের বেলাগাভি থেকে দেশের কৃষকদের কাছে পিএম-কিষান নিধির আরেকটি কিস্তির সূচনা করেছেন। প্রায় ১৬,৮০০ কোটি টাকা দেশের কোটি কোটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে। ●

আদি মহোৎসব

আদিবাসী উদ্যোক্তা, কারুশিল্প, সংস্কৃতি, রন্ধনপ্রণালী এবং বাণিজ্যের সমৃদ্ধি উদযাপন

আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার দ্রুতগতিতে কাজ করছে। আজ যখন ভারত আন্তর্জাতিক মঞ্চে অংশগ্রহণ করে, তখন সরকার আদিবাসী ঐতিহ্যকে, দেশের ঐতিহ্য এবং গৌরব হিসাবে উপস্থাপন করে। গত নয় বছরে, দেশ 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশে'র মন্ত্রে এগিয়ে চলেছে, আদিবাসী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নতি, শিক্ষা এবং সমৃদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করা হয়েছে। নয়াদিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আদি মহোৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন...

দেশ যখন সমাজের প্রান্তিক মানুষদের, তাঁদের সুযোগ-সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেয়, তখন দেশের সার্বিক উন্নতি হয়। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সুবিধাবঞ্চিতদের অগ্রাধিকার দিয়েছে। সেই কারণে আমাদের দেশ উন্নয়নের নতুন মাত্রা স্পর্শ করেছে। গত নয় বছরে, কেন্দ্রীয় সরকার আদিবাসী সম্প্রদায়কে সমাজের মূলধারায় আনতে এবং তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকীতে আদিবাসী গৌরব দিবস উদযাপন হোক বা বিভিন্ন রাজ্যে

> **আমি দেশের প্রতিটি কোণে আদিবাসী পরিবার, আদিবাসী সমাজের সঙ্গে বেশ কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছি। আমি আপনাদের আচার, ঐতিহ্যগুলি খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছি, সেগুলি পালন করেছি, এবং সর্বোপরি অনেক কিছু শিখেছি।**
>
> **- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকার, আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা

- একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫ গুণ বেড়েছে। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ১০ বছরে, শুধুমাত্র ৯০টি একলব্য আবাসিক স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল। ২০১৪ থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত, আদিবাসী এলাকায় ৬৯০টি একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল অনুমোদিত হয়েছিল, যার মধ্যে ৪০১টি চালু হয়েছে।
- এসব বিদ্যালয়গুলিতে এক লক্ষেরও বেশি আদিবাসী পড়ুয়ারা পড়াশোনা শুরু করেছে। এবারের বাজেটে এই বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।
- তফসিলি উপজাতির যুবকদের বৃত্তিও দুই গুণের বেশি বাড়ানো হয়েছে। এর সুবিধা পাচ্ছে ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী।
- ২০২০-২১ সালের উচ্চশিক্ষার উপর সর্বভারতীয় সমীক্ষা অনুসারে, ২৪.১০ লক্ষ আদিবাসী শিক্ষার্থী দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নথিভুক্ত হয়েছেন।

কারিগরদের জন্য প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্পের সূচনা

- দেশে ৩ হাজারের বেশি বন ধন বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখন প্রায় ৯০টি ক্ষুদ্র বনজ পণ্য রয়েছে যার উপর সরকার এমএসপি দিচ্ছে। ৫০ হাজারেরও বেশি বনধন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে লক্ষাধিক আদিবাসী উপকৃত হচ্ছেন।
- বর্তমানে, বিভিন্ন রাজ্যে ৮০ লক্ষেরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে ১.২৫ কোটিরও বেশি আদিবাসী মহিলা যুক্ত রয়েছেন।
- এই বাজেটে ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের জন্য পিএম-বিশ্বকর্মা প্রকল্প চালু করার ঘোষণা করা হয়েছে। পিএম-বিশ্বকর্মা যোজনার আওতায় আদিবাসী সম্প্রদায়কে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। তাঁদের পণ্য বিপণনে দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করা হবে। দেশে নতুন আদিবাসী গবেষণা প্রতিষ্ঠানও খোলা হচ্ছে।
- সর্বাধিক পরিমাণে আদিবাসী পণ্য বাজারে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আদিবাসী শিল্পীর যাতে তাঁদের প্রাপপ স্বীকৃতি পান সরকার সেই লক্ষ্যে ক্রমাগত কাজ করছে। বাঁশকে ঘাসের আওতায় আনা হয় এবং এর উপর থেকে সকল বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হয়।

আদিবাসী উদ্যোক্তাদের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার একটি আদর্শ মঞ্চ হল আদি মহোৎসব

- সারাদেশের আদিবাসী কারিগরদের তাঁত ও হস্তশিল্পের পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়।
- আদিবাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা উৎপাদিত শ্রী অন্ন এবং অন্যান্য বনজ দ্রব্যের উপর বিশেষ নজর।
- আদিবাসী নাচ, গান বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচার।
- দেশ জুড়ে সুস্বাদু আদিবাসী খাবারের বন্দোবস্ত করা।
- প্রায় এক হাজার জন আদিবাসী কারিগর উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী যাদুঘর স্থাপন করা হোক, আদিবাসী সংস্কৃতি এবং ইতিহাস সংরক্ষণে সরকার কাজ করছে। সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষায় অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেছে যার ফলে আমাদের দেশের আদিবাসী শিশু এবং যুবকদের তাঁদের ভাষায় পড়াশোনা সুযোগ পাবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক উদ্যোগের ফলে দেশে একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলের সংখ্যা পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বাজেটে ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের জন্য প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্প চালু করার ঘোষণা করা হয়েছে। এই বছরের বাজেটে, তফসিলি উপজাতিদের জন্য বরাদ্দ অর্থ ২০১৪ সালের তুলনায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। উন্নত আধুনিক অবকাঠামো এবং আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে পর্যটন ও আয়ের সুযোগও বাড়ছে। দেশের হাজার হাজার গ্রাম যা একসময় বামপন্থী চরমপন্থার শিকার ছিল এখন ফোর-জি কানেক্টিভিটির মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "আদি মহোৎসব আমাদের 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য' ধারণার আদর্শ উদাহরণ। এটি 'উন্নয়ন ও ঐতিহ্য' ধারণাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। আদি মহোৎসব হল ভারতের অসীম আকাশের মতো, যেখানে রামধনুর রঙের মতো এর বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে।" এটি জাতীয় মঞ্চে আদিবাসী সংস্কৃতি প্রদর্শনের একটি প্রয়াস। অনুষ্ঠানে আদিবাসী সংস্কৃতি, কারুশিল্প, রান্না, বাণিজ্য এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পের উদযাপন করে। এই অনুষ্ঠানটি আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনে ট্রাইফেড-এর একটি বার্ষিক উদ্যোগ। ●

ভারতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি বিশ্বের কাছে একটি অনুপ্রেরণা

ভারত এমন সময়ে জি-২০-এর সভাপতিত্ব করছে যখন বিশ্ব গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কোভিড মহামারির ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিসম্পন্ন দেশ হিসাবে ভারত বিশ্ব অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা, আস্থা এবং বৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক জি-২০ দেশগুলি কীভাবে এই সমস্যাগুলি মোকাবেলার জন্য একটি সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

জি-২০ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করা যে কোনও দেশের জন্য গৌরবের মুহূর্ত। আন্তর্জাতিক গুরুত্ব যুক্ত রয়েছে এমন বিষয়ে মতবিরোধের অবসান এবং ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য জি-২০-এর একটি বিশাল দায়িত্ব। এর জন্য, জি-২০ সদস্য দেশ এবং অতিথি সদস্য দেশগুলি ভবিষ্যতের পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আলোচনা করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৪ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক গভর্নরদের প্রথম বৈঠকে ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিশ্বের সবচেয়ে অরক্ষিত নাগরিকদের নিয়ে আলোচনায় জোর দিন। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নেতৃত্ব শুধুমাত্র একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক লক্ষ্য তৈরি করে বিশ্বের আস্থা ফিরে পেতে পারে।"

অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের প্রথম জি-২০ বৈঠক

আন্তর্জাতিক নীতি ও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন

অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নরদের প্রথম জি-২০ বৈঠক ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বৈঠকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যৌথভাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ডঃ শক্তিকান্ত দাস। বৈঠকে প্রথম দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "আমাদের জি-২০ সভাপতিত্বের প্রতিপাদ্য– এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ, যা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির প্রচার করে। ভারত ডিজিটাল অর্থ লেনদেন ব্যবস্থায় একটি অত্যন্ত সুরক্ষিত, নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ ডিজিটাল অবকাঠামো তৈরি করেছে। আমাদের ডিজিটাল অর্থ লেনদেন ব্যবস্থা বিনামূল্যে জনসাধারণের জন্য উন্নত করা হয়েছে। ইউপিআই অনেক দেশের জন্যও রোল মডেল হতে পারে।"

প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের সংলাপে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "বিশ্বের জনসংখ্যা আট বিলিয়ন অতিক্রম করে গেলেও সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার দিকে অগ্রগতি ধীর হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং উচ্চ ঋণের মাত্রার মতো আন্তর্জাতিক সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে।" বৈঠকে আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক ঋণ সংকট, জলবায়ু অর্থায়ন, ক্রিপ্টো বিষয়ে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, এবং কর ব্যবস্থা।

অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নরদের প্রথম জি-২০ বৈঠকের সারমর্ম পড়তে লিংকে ক্লিক করুন
https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/1st%20FMCBG%20Chair%20Summary.pdf

বেঙ্গালুরুতে অর্থ ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় বৈঠক

অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নরদের প্রথম জি-২০ বৈঠকের আগে, ২২ ফেব্রুয়ারি অর্থ ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর ভাষণ দিয়েছিলেন।

সংস্কৃতি কর্ম দল চারটি প্রধান বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছে

সংস্কৃতি কর্ম দলের প্রথম সভা ২৩ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোর মহারাজা ছত্রসাল কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের সভাপতিত্বে সংস্কৃতি কর্ম দল চারটি প্রধান বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছে। বিষয়গুলি হল সাংস্কৃতিক সম্পত্তির সুরক্ষা এবং পুনরুদ্ধার; সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল শিল্পের প্রচার এবং সৃজনশীল অর্থনীতি, সংস্কৃতির সুরক্ষা এবং প্রচারের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার। প্রতিনিধিদের ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট 'ওয়েস্টার্ন গ্রুপ অফ টেম্পল' এবং পান্না ব্যাঘ্র সংরক্ষণ সফরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খাজুরাহোর পরে, হাম্পি, ভুবনেশ্বর এবং বারাণসীতে সংস্কৃতি কর্ম দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

ঔরঙ্গাবাদে মহিলা-২০ সভা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন" এর ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব নারীকেন্দ্রিক। এটি নারীদের জন্য এমন একটি পরিবেশ স্থাপনের প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, যাতে নারীদের পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করা যায় এবং তাঁদের জীবন সমৃদ্ধশালী করে তোলা যায়। মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে মহিলা-২০-এর প্রথম সভা ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মহিলা-২০-এর পাঁচটি অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে নারী উদ্যোক্তা, তৃণমূল স্তরে মহিলা উদ্যোক্তা, ডিজিটাল ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক অসাম্য দূরীকরণ, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন। ১৩-১৪ এপ্রিল রাজস্থানের জয়পুরে মহিলা-২০-এর আরও দুটি আন্তর্জাতিক সভা হবে, তারপর ১৫-১৬ জুন তামিলনাড়ুর মহাবালিপুরমে এর শীর্ষ সম্মেলন হবে।

যুব-২০-এর কর্মদলের বৈঠক

'শেয়ারড ফিউচার: ইয়ুথ ইন ডেমোক্রেসি অ্যান্ড গভর্নেন্স' নিয়ে আলোচনা

জি-২০-এর যুব-২০ কর্মদলের অধীনে ২২ ফেব্রুয়ারি 'শেয়ারড ফিউচার: ইয়ুথ ইন ডেমোক্রেসি অ্যান্ড গভর্নেন্স' শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের উদ্যোক্তারা নয়াদিল্লির শ্রী রাম কলেজ অফ কমার্সে অনুষ্ঠিত ব্রেনস্টর্মিং সেশনে অংশ নিয়েছিলেন। আলোচ্যবিষয় ছিল 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া', 'স্টুডেন্ট-সেন্ট্রিক গভর্ন্যান্স' এবং 'পলিসি সেক্টর'। ●

নতুন ভারতে হিন্দি আন্তর্জাতিক পরিচিতি পাচ্ছে

নতুন ভারতে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হিন্দি ভাষার পরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে। সারা বিশ্বে ৮০ কোটি হিন্দিভাষী মানুষ রয়েছেন, য এই সম্মেলনের গুরুত্ব তুলে ধরে। ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫% মানুষ হিন্দি ভাষায় কথা বলেন। এছাড়াও সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ হিন্দি ভাষায় কথা বলেন। হিন্দি ভাষাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে, ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি ফিজিতে দ্বাদশতম বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল।

ভারতে একটা প্রচলিত কথা আছে, আর তা হল 'প্রতি দুই মাইল অন্তর এখানে জল পাল্টে যায়, প্রতি চার মাইলে ভাষা বদলে যায়'। ভারতবর্ষ বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতির দেশ, তার মধ্যে দেশের বৃহৎ সংখ্যক মানুষ হিন্দি ভাষায় কথা বলেন। হিন্দি দেশকে একত্রিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও যোগসূত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল যা বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের প্রচার করেছিল। এখন হিন্দির জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, হিন্দিভাষীদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বায়ন এবং বাজারের প্রেক্ষাপটে হিন্দির গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ ভারত অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী দেশ হয়ে উঠছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে এক উন্নত ভারত গঠনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে আমদের দেশ।

বিশ্ব ভাষার ডাটাবেস এথনোলগের ২২তম সংস্করণ অনুসারে, হিন্দি বিশ্বের তৃতীয় সর্বাধিক কথ্য ভাষা। হিন্দি নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, নেপাল, ভুটান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইংল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মরিশাস এবং সুরিনামের মতো দেশে বলা হয়। ফিজি এমন একটি দেশ যেখানে কেবল হিন্দি ভাষায় কথাই বলা হয় এমন নয়, এটি এখানে একটি সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। ২০২২ সালের ১০ জুন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে যাতে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত কাজ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ছয়টি অফিসিয়াল ভাষার পাশাপাশি হিন্দিতে প্রকাশ করা হবে। এটি হিন্দি ভাষার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং প্রভাবকে প্রতিফলিত করে।

ভারত সরকার বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের পাশাপাশি বিদেশে হিন্দি দিবসের আয়োজন করছে। দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে, নিজের ভাষায় কথা বলা আরও কার্যকর। ভারত সরকারের সঙ্গে ফিজি দ্বাদশতম হিন্দি সম্মেলনের সহ-আয়োজক ছিল। এখানে প্রায় ৩০% ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোক রয়েছে। এর আগে ভারত ছাড়াও ইংল্যান্ড, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুরিনাম এবং মরিশাসে শেষ ১১টি বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে একটি স্মারক ডাকটিকিট এবং হিন্দিতে ছয়টি বই প্রকাশ করা হয়। ফিজির রাষ্ট্রপতি মহামান্য রাতু উইলিয়াম কাটোনিভেরে এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর যৌথভাবে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু ছিল "হিন্দি: কৃত্রিম

বুদ্ধিমত্তার ঐতিহ্যগত জ্ঞান"। দশটি অ্যাকাডেমিক সেশনে ৩১টিরও বেশি দেশ থেকে এক হাজার জনের বেশি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফিজি ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে হিন্দির অবস্থা এবং হিন্দির উপর তথ্য প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সিনেমা এবং সাহিত্যের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। সম্মেলনের উদ্বোধনে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেন, "আজ বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে হিন্দি ভাষাভাষীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা হিন্দির বিশ্বায়নের সাক্ষ্য। এই অনুষ্ঠান থেকে বোঝা যায় যে ভাষা শুধুমাত্র পরিচয়ের প্রকাশ নয়, ভারত ও অন্যান্য দেশকে সংযুক্ত করার একটি মাধ্যমও। বিশ্বে যখন ভাষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন হয়, তখন তা বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়।"

বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছিলেন, "আগে অগ্রগতি বলতে পশ্চিমি সভ্যতার অনুকরণ বোঝানো হতো। এখন সেই সময়ের অবসান হয়েছে।ঔপনিবেশিক যুগে চাপা পড়ে যাওয়া অনেক ভাষা ও ঐতিহ্য পুনর্জীবিত হয়ে উঠছে। এমতাবস্থায় বিশ্বের সকল সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই হিন্দি-সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার শিক্ষা ও ব্যবহারকে প্রসারিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" ●

ফিজিতে প্রথমবার বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন

- সাংস্কৃতিক সংযোগের পাশাপাশি ভারত ও ফিজির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত শক্তিশালী।
- একটি চুক্তির অধীনে, আখ ক্ষেতে কাজ করার জন্য ১৪৩ বছর আগে হাজার হাজার শ্রমিককে ভারত থেকে ফিজিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন ফিজি ও ভারত ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল।
- ফিজিতে চলে যাওয়া মানুষদের অধিকাংশ উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারের বাসিন্দা ছিলেন। ফিজির হিন্দিতে আওধ অঞ্চলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফিজিতে বসতি স্থাপনকারী ভারতীয়দের আজকের প্রজন্ম তাঁদের ভারতীয় ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করে।
- মনে করা হয় ফিজিতে হিন্দি ভাষার আবির্ভাব হয় ১৮৭৯ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে। ভারতীয়দের কারণে হিন্দি এখানে তার বিশেষ স্থান বজায় রেখেছে।
- হিন্দি ভাষা এখানে শুধুমাত্র প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হয় না, ফিজির সংবিধানে এটি সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃত।
- রাষ্ট্রসংঘ অনুসারে, ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী ফিজির জনসংখ্যা প্রায় ৮৯৬০০০ এবং তাঁদের মধ্যে ৩০ শতাংশেরও বেশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

হিন্দি ভাষার প্রসারে বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের অবদান

- মরিশাসে বিশ্ব হিন্দি সচিবালয় এবং ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- প্রতি বছর ১০ জানুয়ারি বিশ্বব্যাপী বিশ্ব হিন্দি দিবসের আয়োজন করা হয়।
- বিশ্বের অনেক দেশে হিন্দি চেয়ার রয়েছে, রাষ্ট্রসংঘের তথ্য সম্প্রচার ব্যবস্থায় হিন্দির ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে।
- সম্মেলনগুলি ভারতীয় প্রবাসী এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে আরও মজবুত করছে।

পুরস্কার আরও কঠোর পরিশ্রম করতে প্রেরণা যোগায়

পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই; কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কোনও কাজ করেন তিনি সফল হবেন। তাঁদের কাজ আজ বা কাল সম্মানিত হবে। ২০২৩ সালে পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকায় এরকম অনেক নাম দেখতে পাওয়া যাবে। এনাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রচার না পেয়ে ৫০ বা ৬০ বছর ধরে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করছেন। তাঁরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে শুধু ভারতের ঐতিহ্যকেই রক্ষা করেননি, এর শিল্প, সংস্কৃতি, খেলাধুলা এবং লোকসংগীতকেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। নিউ ইন্ডিয়া সমাচার এইরকম কয়েকজন পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথা বলেছেন.

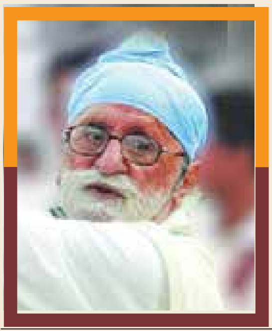

গুরুচরণ সিং

৮৭ বয়সে ক্রিকেটারদের কোচিং দেন

তখন প্রায় দুপুর সাড়ে তিনটে। গুরচরণ সিংকে ফোন করা হলে অন্য কেউ ফোন তুললেন। গুরচরণ সিংয়ের সঙ্গে কথা বলা যাবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বললেন, "এক মিনিট দাঁড়ান; ছেলেরা এখন অনুশীলন করছে।" এক মিনিটের মধ্যে গুরচরণ সিং ফোন ধললেন। এত বয়সেও দুপুরে তিনি ক্রিকেট অনুশীলন করাচ্ছেন, এই কথা বলতে তিনি জানালেন ক্রিকেটের বাইরে তিনি আর কিছু জানেন না। তিনি জানান, 'ঈশ্বরের আশীর্বাদে, এত বয়সেও আমি সুস্থ সামর্থ আছি। আমার মধ্যে যা কিছু ক্রিকেট বাকি আছে, আমি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। ক্রিকেট আমার জীবন।" গুরচরণ সিং অজয় জাদেজা, মনিন্দর সিং, সুরেন্দ্র খান্না, কীর্তি আজাদ, মুরালি কার্তিক, এবং বিবেক রাজদানের মতো ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের উপহার দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন এই বয়সে পুরস্কার পাওয়া উপরি পাওনা, মানুষ নতুন উদ্যমে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হবেন। গুরচরণ সিং অবিভক্ত ভারতের লাহোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি দেশভাগের সময় ভারতে চলে আসেন। তখন থেকেই ক্রিকেটকে নিজের জীবন বানিয়ে ফেলেছেন তিনি। পদ্ম পুরস্কার পাওয়ার আগে, তিনি ১৯৮৭ সালে দ্রোণাচার্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ ছিলেন, রঞ্জি ট্রফি, অনূর্ধ্ব-২২ এবং অনূর্ধ্ব-১৯ খেলোয়াড়দের কোচিং করান। তিনি ভারতীয় রেলওয়ে ক্রিকেট দলের সদস্যও ছিলেন। তিনি দিল্লির অনেক স্কুলে কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন, এবং তিনি এখনও বাচ্চাদের সঙ্গে প্রায় ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা সময় কাটান।

কপিল দেব প্রসাদ

বাহান্ন বুটির কারিগর আশা করেন এই শিল্পকর্মের বাজার প্রসারিত হবে

বিহারের নালন্দা জেলার বাসিন্দা ৬৮ বছর বয়সি কপিল দেব প্রসাদ, তাঁর দাদা এবং বাবার কাছ থেকে বাহান্ন বুটির কাজ শিখেছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকে তিনি এই শিল্পকে স্বনির্ভরতার পথ বানিয়েছিলেন।

এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে তিনি ১২৫ জনের একটি দল তৈরি করেছেন। এই শিল্পের মাধ্যমে পরিবারগুলি জীবন নির্বাহ করে। যদিও কপিল দেব দাবি করেন যে খুব কম লোকেই এই শিল্পের সূক্ষ্মতা এবং দক্ষতা বুঝতে পারেন, বাহান্ন বুটির কাপড়ের বাজার এবং ভোক্তার সংখ্যা কম হওয়ায় মেশিনে তৈরি কাপড় আধিপত্য বিস্তার করেছে।

তবে তিনি মনে করেন, যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর কাজের জন্য তাঁকে পদ্ম পুরস্কার প্রদান করেছে, মানুষ এই শিল্প সম্পর্কে আরও সচেতন হচ্ছে। এর বাজারও প্রসারিত হবে।

বাহান্ন বুটি শাড়ি ছাড়াও বিছানার চাদর এবং পর্দায় ব্যবহার করা হচ্ছে। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি বুটির মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। পদ্মফুল, বোধিবৃক্ষ, ষাঁড়, ত্রিশূল, ধর্মচক্র এবং শঙ্খখোল সবই বাহান্ন বুটির প্রতীক।

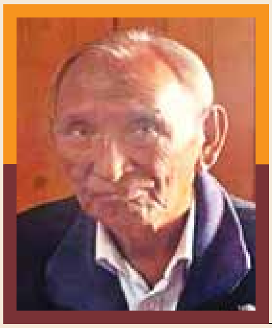

কর্মা ওয়াংচু

অরুণাচলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় কাজ করেছেন

অরুণাচল প্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং সমাজকর্মী কর্মা ওয়াংচুকে মরণোত্তর পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। কর্মা ওয়াংচু তাওয়াং জেলার প্রথম ব্যক্তি যিনি রাজ্য সরকারের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে তিনি ১৯৯৪ সালে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবনের সময় এবং পরবর্তী সময়ে গত ৫০ বছর ধরে তাওয়াং এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমাজসেবা করেছেন। তিনি 'ইন্দো-তিব্বত ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদের সহায়তায়, তাওয়াং-এর সীমান্ত গ্রামে ১২৫০টিরও বেশি শিশু বিনামূল্যে শিক্ষা এবং বাসস্থানের সুবিধা পেয়েছে। ওয়াংচু রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের পাশাপাশি একজন সমাজকর্মী হিসাবে জনগণের সেবা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

হেমচন্দ্র গোস্বামী

মুখোশ তৈরির ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত এবং প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন

আসামের শিল্প ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত মানুষদের কাছে হেমচন্দ্র গোস্বামী নতুন নাম নয়। তাঁর তৈরি মুখোশ লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে প্রদর্শন করা হয়েছে। হেমচন্দ্র গোস্বামী সারা বিশ্বে রাজ্যের 'মুখোশ' ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ৬৪ বছর বয়সি হেমচন্দ্র ২০২৩ সালের পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তিনি মানুষের মুখ, পশু, পাখি, দেবতা এবং দানব-সহ বিভিন্ন চরিত্রের চিত্রিত ঐতিহ্যবাহী মুখোশ তৈরিতে বিশেষজ্ঞ। হেমচন্দ্র গোস্বামী ১৯৮৪ সালে সুকুমার কলা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্র থেকে ১০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থীকে তিনি মুখোশ তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁদের তৈরি মুখোশগুলি লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হয়েছিল। ভারতে শিশুদের এই শিল্প শেখানোর পাশাপাশি, তিনি ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইজরায়েলের শিশুদেরও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি সাতরিয়া নৃত্য ও বারগীত সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ দেন। ●

অপারেশন দোস্ত

মানবতার প্রতি ভারতের সেবা এবং নিষ্ঠার দর্শন

ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনী বিশ্বব্যাপী আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে

শুধুমাত্র ভারতে নয়, সারা বিশ্বে যখনই কোনো বিপর্যয় ঘটে, তখন ভারতই প্রথম মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। নেপালের ভূমিকম্প হোক, মালদ্বীপের সঙ্কট হোক বা শ্রীলঙ্কার সংঘাত, ভারতই প্রথম সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছে। কোভিড মহামারির মধ্যেও ভারত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ওষুধ এবং টিকা সরবরাহ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। তুরস্ক এবং সিরিয়ায় ভূমিকম্প হলে ভারত "অপারেশন দোস্ত" অভিযান চালিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত তুরস্ক এবং সিরিয়ায় "অপারেশন দোস্ত" অভিযানের সঙ্গে জড়িত জাতীয় বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনীর কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

> **"তুরস্ক হোক বা সিরিয়া, পুরো দলই 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এই ভারতীয় মূল্যবোধকে প্রকাশ করেছে। আমরা সমগ্র বিশ্বকে একটি পরিবার মনে করি। যদি পরিবারের কোনো সদস্যকে প্রভাবিত করে এমন কোনো সংকট দেখা দেয়, তাহলে তাঁদের অবিলম্বে সাহায্য করা ভারতের ধর্ম ও কর্তব্য। দেশ যাই হোক না কেন, এটি যদি মানবতা এবং মানবিক সংবেদনশীলতার বিষয় হয়, তবে ভারত মানব স্বার্থকে সর্বাগ্রে রাখে।"**
>
> **- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

"আমি যখন রাউন্ড নিচ্ছিলাম, তখন একজন রোগীর আত্মীয় বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি এখানে কমান্ডিং অফিসার। তিনি আমার দুই হাত ধরেছিলেন, আমার চোখ স্পর্শ করেছিলেন এবং আমাকে চুম্বন করেছিলেন। আমিও মাথা নিচু করেছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন "আপনি কি বুঝতে পারেন এটি কী?" আমি বললাম, "আপনি আমাকে সম্মান জানালেন।" তিনি বলেন "না। আপনি আমার বাবার মতো।" আমি এটা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেম। তারপর তিনি বললেন, "স্যার, আমি দেশের তরুণ প্রজন্ম। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, আপনার দেশ আমাদের দেশের জন্য যা করেছে তা আগামী প্রজন্ম চিরকাল মনে রাখবে।

"এক মহিলা বলছিলেন যে আল্লাহ আমার কাছে প্রথম কিন্তু আজকের দিনে আপনি আমার কাছে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মানুষ।"

"আমাদের ডগ স্কোয়াডও সেখানে চমৎকার কাজ করেছে। ডগ স্কোয়াডের সহায়তায় অনেক জীবিতকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল।"

"আমরা যখন চলে আসছিলাম, সেখানকার লোকেরা কাঁদছিল।"

"রোগীরা হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিল, তাঁরা জানিয়েছিলেন আমরা আমাদের ঈশ্বরকে যতটা ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম ততটা অপনদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।"

"ভারতীয় বিমান বাহিনীর গ্লোবমাস্টার যেখানেই অবতরণ করেন, লোকেরা নিশ্চিত যে সাহায্য এসেছে। ভারতে প্রতি আস্থা আছে যে আমরা সম্পূর্ণ সাহায্য পাব।"

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত তুরস্ক এবং সিরিয়াতে 'অপারেশন দোস্ত'-এর অধীনে ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী দল সেখানে উদ্ধারকার্যে গিয়েছিলেন। উপরিউক্ত কথাগুলি সেই দলসে সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলাপচারিতার সময় জানিয়েছিলেন। বসুধৈব কুটুম্বকমের চেতনায় অনুপ্রাণিত নতুন ভারত মানুষের স্বার্থে, তা দেশ হোক বা বিশ্বে সর্বদা কাজ করতে প্রস্তুত। দুর্যোগের সময় ভিন দেশের নাগরিকরা যখন ভারতীয় পতাকা দেখেন, তাঁর জানেন সাহায্য পাওয়া নিশ্চিত। তুরস্ক এবং সিরিয়ায় সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পরে, বিশ্ব ভারতের এই ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছে। যে কোনও বিপর্যয়ের ক্ষেত্রের 'গোল্ডেন আওয়ার' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতীয় উদ্ধারকারী দল যেভাবে তুরস্ক এবং সিরিয়ায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুতির মাধ্যমে একটি দক্ষ কৌশল নিয়ে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেছে তা প্রশংসার যোগ্য। এই প্রথমবার মহিলারা উদ্ধার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আসলে, একজনকে 'স্বনির্ভর' বলা যেতে পারে যদি সে নিজেকে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু 'নিঃস্বার্থ' সেই মানুষ যিনি অন্যকে সাহায্য করতে পারেন। এটি শুধুমাত্র ব্যক্তিদের জন্য নয়, দেশের জন্যও সত্য। ফলস্বরূপ, স্বনির্ভরতার পাশাপাশি, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত

আগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৃষির একটি অংশ ছিল কারণ দুর্যোগ বলতে বন্যা বা খরা বোঝানো হতো। ২০০৩ সালের ভুজ ভূমিকম্প থেকে শিক্ষা নিয়ে, গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন করেছিলেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৫ সালে সমগ্র দেশের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন করে।

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনীর উদ্ধারকারীরা অভূতপূর্ব এবং অনুপ্রেরণামূলক অবদান রেখেছেন

- ৬ ফেব্রুয়ারি তুরস্কে যে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়েছিল তার কিছু সময় পরেই, ভারত তার উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত করেছিল। এবং ৪৮ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে, দলগুলিকে তুরস্কে পাঠানো হয়েছিল।
- এনডিআরএফের তিনটি দল সেখানে পাঠানো হয়েছিল। তিনটি দলে ১৫২ জন উদ্ধারকারীকে পাঠানো হয়েছিল, যার মধ্যে পাঁচজন মহিলা ছিলেন।
- ভারতের মহিলা উদ্ধারকারীরা এই অভিযানে অভূতপূর্ব এবং অনুপ্রেরণামূলক অবদান রেখেছেন। যখন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষ উদ্ধারকারী দলের মধ্যে ভারতীয় মহিলাদের দেখেছিলেন, তখন তাঁরা কেবল তাঁদের প্রশংসাই করেনি বরং তাঁদের পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসাও জানিয়েছিলেন।
- এই প্রথম ভারতীয় বায়ুসেনা এবং এনডিআরএফ-এর তিনটি সি-১৭ গ্লোবমাস্টার বিমান, তাদের সরঞ্জাম এবং ১১টি যানবাহন বিপর্যয়স্থলে পৌঁছেছিল।
- এই দলটি ছিল সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ, এবং তাদের কাছে ওষুধ, তাঁবু, রেশন এবং জ্বালানির সমস্ত ব্যবস্থা ছিল।
- এনডিআরএফ টিমের সঙ্গে চিকিত্সক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রকৌশলী সহ অন্যান্য প্রশিক্ষিত কর্মীরা ছিলেন। এছাড়াও, একটি প্রশিক্ষিত এবং প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ জনবল ছিল, 'ডগ স্কোয়াড'ও ছিল।
- এনডিআরএফ দলের সহায়তায় জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে দুই কিশোরীকে। তাদের একজনের বয়স ছয় বছর, অন্যজনের বয়স আট বছর। উপরন্তু, উদ্ধারকারী দল ৮৫টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।
- এই পুরো অভিযানটি সম্ভব হয়েছে স্বরাষ্ট্র, বিদেশ বিষয়ক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের যৌথ প্রচেষ্টায়। ২০১১ সালের জাপানের ভূমিকম্প এবং ২০১৫ সালে নেপালে ভূমিকম্পের পর ভারত থেকে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনী দলগুলি সাহায্য করতে গিয়েছিল।

একটি নিঃস্বার্থ দেশ হিসাবে তার পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করেছে। তুরস্ক-সিরিয়া বিপর্যয়ের সময় ভারত যে গতিতে ত্রাণ সরবরাহ করেছে তা সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখন, ভারত দুর্যোগ ত্রাণ ও উদ্ধারের জন্য তার সক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে ছয় যাতে বিশ্বের সেরা ত্রাণ ও উদ্ধারকারী দল হিসাবে আগামী দিনে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "আমরা যত ভালোভাবে নিজেদের প্রস্তুত করব, ততই ভালো সেবা দিতে পারব।" ভারতীয় দলের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী দেশের পক্ষ থেকে তাঁদের অভিবাদন জানান।

নিঃসন্দেহে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বের প্রতিটি বিপর্যয়ে ভারত এগিয়ে গিয়েছে, সাহায্য করেছে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন "আমরা ক্ষতিপূরণ এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের বাইরে গিয়ে সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে সমস্যা মোকাবেলার চেষ্টা করেছি, মানুষকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছি।" ●

ভারতকে স্বাধীন করতে বিপ্লবীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিলেন

ভারতবর্ষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতার লড়াইয়ে বহু মানুষ তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর আদর্শ অনুসরণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশকে একত্রিত করতে কাজ করেছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের সংকল্প পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামকে নতুন দিকনির্দেশনাই দেননি, তাঁরা সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হেমু কালানি, চারুচন্দ্র বসু, পন্ডিত কাশীরাম এবং হনুমান প্রসাদ পোদ্দারের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সমগ্র ভারতকে স্বাধীন করতে ত্যাগ ও তিতিক্ষার পথ অবলম্বন করেছিলেন।

হনুমান প্রসাদ পোদ্দার: বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন

জন্ম- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯২ মৃত্যু- ২২ মার্চ, ১৯৭১

হনুমান প্রসাদ পোদ্দার তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে 'ভাই জি' নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৯২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্রিটিশদের অত্যাচারের সামনে মাথা নত করেননি। ১৩ বছর বয়স থেকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর, যখন ভারতীয়রা বিদেশি পণ্য বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, হনুমান প্রসাদ পোদ্দারও এই আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি বিদেশি পণ্য ও পোশাক বয়কট শুরু করেন এবং খাদি ও দেশীয় পণ্য পরিধান শুরু করেন। ১৯১৪ সালের ১৬ জুলাই তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এবং আরও তিনজনের সঙ্গে বন্দি করা হয়। এই লোকেরা ব্রিটিশ সরকারের অস্ত্রের মজুত লুট করতে সাহায্য করেছিল এবং পরে তা লুকিয়ে রেখেছিল বলে অভিযোগ ছিল।

ব্রিটিশদের ভয়ে হনুমান প্রসাদ পোদ্দারের শুভাকাঙ্ক্ষীরাও তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি এবং লড়াই চালিয়ে যান। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং পন্ডিত ঝাবরমল শর্মার সঙ্গে দেখা করার পর তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। কলকাতায় গিয়ে তিনি লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এবং গোপাল কৃষ্ণ গোখলের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগও হয়েছিল তাঁর। পরে, জামনালাল বাজাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি মুম্বাইতে চলে যান, যেখানে তিনি বীর সাভারকর, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, মহাদেব দেশাই এবং কৃষ্ণদাস জাজুর মতো নেতাদের সাথে দেখা করেন।

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য যখন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য কলকাতায় আসেন, হনুমান প্রসাদ পোদ্দার তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং এই মিশনের জন্য অনুদান দিয়েছিলেন।

মুম্বাইতে থাকার সময় তিনি মারোয়ারি খাদি প্রচার মন্ডল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে, তাঁর খুড়তুতো ভাই, জয়দয়াল গোয়েঙ্কার সহায়তায়, তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের ভুলত্রুটি সংশোধন করতে এবং সাধারণ মানুষের কাছে বইগুলিকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গীতা প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। 'গীতা প্রেসে'র মতো মহান প্রতিষ্ঠানের কারণে সমগ্র বিশ্ব এখন ভারতের মহান প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্য এবং ধর্মগ্রন্থগুলি সম্পর্কে জানতে পারে। গীতা প্রেস রামচরিত মানস এবং শ্রীমদ ভাগবত গীতার মতো বইগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে উপলব্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৭১ সালের ২২ মার্চ হনুমান প্রসাদ পোদ্দারের মৃত্যু হয়। ২০২০ সালের ১৫ মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ হনুমান প্রসাদ পোদ্দারকে স্মরণ করে বলেন, "হনুমান প্রসাদ পোদ্দার আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মহান নেতা। তিনি শুধু একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির সঞ্চালকও। দেশে যখন স্বাধীনতার জন্য মানুষ সংগ্রাম করছিল, তখন ভাইজি হনুমান প্রসাদ পোদ্দার ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে প্রকাশনা ও সাংবাদিকতার ভিত্তি স্থাপন করেন।"

পন্ডিত কাশীরাম: দেশের স্বাধীনতার জন্য ভারত এবং আমেরিকায় কাজ করেছিলেন

জন্ম- ১৩ অক্টোবর, ১৮৮৩ মৃত্যু- ২৭ মার্চ, ১৯১৫

গদর পার্টির বিশিষ্ট নেতা পন্ডিত কাশীরাম দেশের স্বাধীনতার প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। ১৮৮৩ সালের ১৩ অক্টোবর পাঞ্জাবের আম্বালায় তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল পণ্ডিত গঙ্গারাম। ম্যাট্রিকুলেশন শেষ করার পর, তিনি কীভাবে টেলিগ্রাম পাঠাতে হয় তা শিখেছিলেন এবং আম্বালায় কয়েকদিন সেই কাজও করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আমেরিকায় চলে যান, সেখান থেকেই তিনি বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু করেছিলেন। তিনি সেখানে সোহান সিং ভাকনার সঙ্গে দেখা করেন। কাশী রাম এবং সোহান সিং ভাকনার মধ্যে দ্রুত সখ্যতা গড়ে ওঠে। পন্ডিত কাশীরাম আমেরিকায় ঠিকাদারী কাজ করে জীবন নির্বাহ করেন। এর পাশাপাশি, তিনি ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে কিছু সংগঠনের সাথে যুক্ত হন এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করতে শুরু করেন। ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য এই সংগঠনগুলি গঠিত হয়েছিল।

পণ্ডিত কাশীরাম আমেরিকায় কর্তার সিং সরভার সাথে দেখা করেছিলেন। পণ্ডিত কাশীরাম লালা হরদয়ালের ভাবনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। পণ্ডিত কাশীরাম ১৯১৩ সালে 'গদর পার্টি'র কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইউরোপে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা ঘনিয়ে আসে, তখন গদর পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় যে কিছু লোককে আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে হবে। এরপর পণ্ডিত কাশীরাম ভারত ফিরে আসেন। তিনি সাধারণ মানুষকে ব্রিটিশদের বিরোধিতা করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। কাশীরাম লুধিয়ানা জেলায় কাজ শুরু করেন এবং বেশ কয়েকটি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত হন। আন্দোলন-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তিনি গদর পার্টির বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপন বৈঠকও করতেন। পন্ডিত কাশীরাম এবং তাঁর সহযোগীরা তাদের কাজের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য মোগা সরকারী কোষাগার লুট করার চেষ্টা করেছিলেন। এই ঘটনায় কাশীরাম ও তাঁর সঙ্গীদের গ্রেফতার করা হয়। বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। ১৯১৫ সালের ২৭ মার্চ লাহোর জেলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

জাতীয় মহাসড়কের দৈর্ঘ্য সাত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগ প্রসারিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং খুব দ্রুত গতিতে মহাসড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয় মহাসড়কের দৈর্ঘ্য সাতগুণ বেড়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় মহাসড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ১৯,৮১১ কিলোমিটার, ২০২১-২২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১,৪০,৯৯৫ কিলোমিটার। ২০১৩-১৪ সালে ৪২৬০ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হয়েছিল, অপরদিকে ২০২১-২২ সালে ১৩,৩২৭ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক নির্মিত হয়েছিল।

উন্নয়নের মহাসড়ক

স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয় মহাসড়কের দৈর্ঘ্য সাতগুণ বেড়েছে

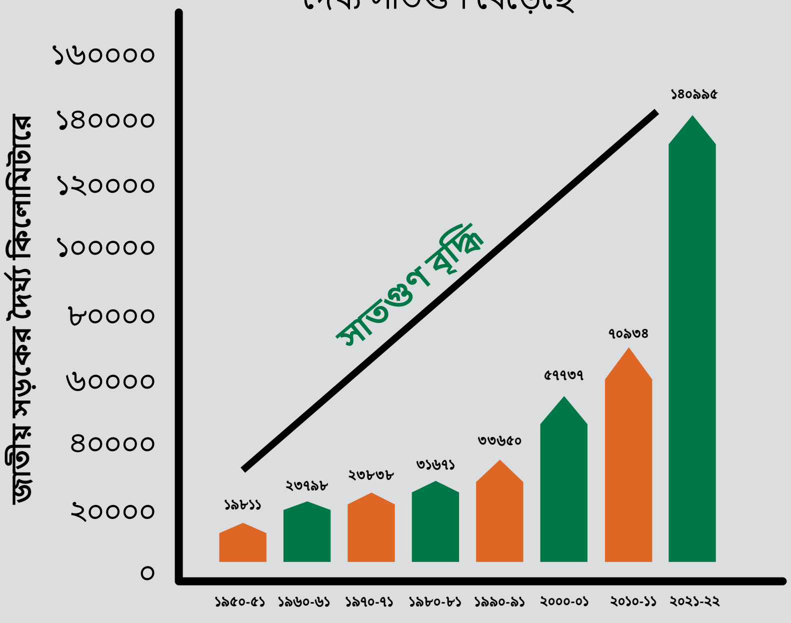

২০২১-২২ সালের তথ্য ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ অনুসারে

হেমু কালানি মাত্র ১৯ বছর বয়সে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন

জন্ম- ২৩ মার্চ, ১৯২৩ মৃত্যু- ২১ জানুয়ারি, ১৯৪৩

মহান বিপ্লবী হেমু কালানি মাত্র ১৯ বছর বয়সে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। ১৯২৩ সালের ২৩ মার্চ সিন্ধ প্রদেশের (বর্তমানে পাকিস্তান) সাখর শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল পেসুমল কালানি এবং মা ছিলেন জেঠি বাই। হেমু কালানি শৈশব থেকেই মহান বিপ্লবীদের দেশাত্মবোধক বক্তৃতা এবং গল্প শুনে বড় হয়েছেন। তাঁর যখন আট বছর, সেই সময় ভগৎ সিংকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনাটি হেমুর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। হেমু পরে 'সিন্ধের ভগত সিং' নামে পরিচিত হন।

তিনি তরুণ সঙ্গীদের নিয়ে রাজপথে প্রভাতফেরি করতেন, স্বাধীনতার গান গাইতেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী নিষিদ্ধ রচনা গোপনে বিতরণ করতেন। ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তখন হেমু সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা বিদেশি পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের সময় হেমু কালানি জানতে পারলেন যে চলমান বেলুচিস্তান আন্দোলনকে দমন করার জন্য অস্ত্র বোঝাই একটি ব্রিটিশ ট্রেন সিন্ধের রোহিনী স্টেশন দিয়ে যাবে। তিনি সেই ট্রেন লাইনচ্যুত করে অস্ত্র লুট করার পরিকল্পনা করেন।

এই দুঃসাহসিক চেষ্টার সময় তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে নির্যাতন করা হয়। পরে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৪৩ সালের ২১ জানুয়ারি তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বলা হয়ে থাকে যে যখন হেমু কালানি নিজের হাতে ফাঁসির দড়ি তুলে নিয়েছিলেন, ফাঁসির মঞ্চে তিনি 'ইনকিলাব-জিন্দাবাদ' এবং 'ভারত মাতা কি জয়' বলে স্লোগান দিয়েছিলেন। ২০০৩ সালের ২১ আগস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সংসদ চত্বরে হেমু কালানির একটি মূর্তি উন্মোচন করেছিলেন। তাঁর সম্মানে ভারত সরকার একটি ডাকটিকিটও জারি করেছে।

চারুচন্দ্র বসু: যুগান্তর এবং অনুশীলন সমিতি উভয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন

জন্ম- ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০ মৃত্যু- ১৯ মার্চ, ১৯০৯

ক্রান্তিবীর চারুচন্দ্র বসু ১৮৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি খুলনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পিতার নাম কেশবচন্দ্র বসু। ছোটবেলা থেকেই তিনি দেশাত্মবোধক পরিবেশে বড় হয়েছিলেন, স্বাভাবিকভাবে চারুচন্দ্র বসুর মনে দেশপ্রেমের ভাব প্রবল ছিল। তিনি সাহসী এবং নির্ভীক ছিলেন। তাঁকে দিব্যাঙ্গ বলা হতো কারণ একটি হাতে কোন আঙুল ছিল না। সেজন্য তিনি পিস্তলটি ডান হাতে বেঁধে এবং বাম হাতের আঙুল দিয়ে ট্রিগার টিপে পিস্তল চালানোর অনুশীলন করতেন।

দেশের স্বাধীনতাকে তিনি নিজের জীবনের চেয়ে বেশি মূল্য দিতেন। বিপ্লবীদের যুগান্তর সংগঠনে যোগদানের আগে তিনি কলকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন প্রেস ও সংবাদপত্রের জন্যও কাজ করেছিলেন। তিনি অনুশীলন সমিতির সাথেও যুক্ত ছিলেন। এদিকে, আশু বিশ্বাস নামে একজন সরকারি আইনজীবী চারুচন্দ্র বসুকে সন্দেহ করতে শুরু করেন। এই সরকারি আইনজীবী সর্বদা দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের শাস্তি দেওয়ার উপায় খুঁজতেন। এমতাবস্থায় চারুচন্দ্র বসু সেই আইনজীবীকে শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং এর জন্য পরিকল্পনা শুরু করেন।

১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে, চারুচন্দ্র বসু সুযোগ বুঝে আলিপুর বোমা মামলার সরকারী আইনজীবী আশু বিশ্বাসকে গুলি করে হত্যা করেন। এই ঘটনার ফলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। আদালতে শুনানির সময়, চারুচন্দ্র বলেছিলেন যে আশু বিশ্বাস একজন বিশ্বাসঘাতক এবং তিনি তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি বিচারের সময় পালানোর কোন চেষ্টা করেননি এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একজন আইনজীবীকে নিযুক্ত করতে অস্বীকার করেছিলেন বলে জানা যায়। বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। ১৯০৯ সালের ১৯ মার্চ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ●

PMO India

भारत की पहचान हो, भारत की परम्पराएं हों, या भारत की प्रेरणाएं हों, कर्नाटका के बिना हम भारत को परिभाषित नहीं कर सकते।

रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO I...

हमारी defence industry पर सरकार और समाज का भरोसा इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, कि पिछले साल Indian vendors से procurement के लिए जो हिस्सा 68% किया गया था, 'अमृत काल' से प्रेरित हुए वह हिस्सा आगामी वर्ष के लिए सीधे-सीधे 75% कर दिया गया है: रक्षा मंत्री

Amit Shah

The Modi government adopted a bottom-to-top approach while making policies to ensure that even the poorest of the poor get its benefits.

Nitin Gadkari

Representing the true sense of Vasudhaiva Kutumbakam, India always stands for humanitarian values irrespective of the border.

Hon'ble PM Shri @narendramodi Ji has shown great gestures by exchanging words with rescue and relief personnel who participated in #OperationDost

Narendra Singh Tomar

खेती हो, इंडस्ट्री हो, पर्यटन हो, बेहतर शिक्षा हो या बेहतर स्वास्थ्य हो... यह सब अच्छी कनेक्टिविटी से और सशक्त होते हैं।

इसलिए बीते वर्षों से हम कर्नाटक की कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं।

इस समय कर्नाटक में रेलवे के 45 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।

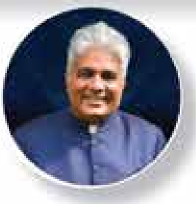

Bhupender Yadav

Elaborated on how India, under PM Shri @narendramodi ji, has emerged as an example in combating climate change, both at domestic and international fronts, by informed policy-making process & Mission LiFE.

Further extended India's support for a successful COP28 later this year.

PM-Kisan: Modi releases ₹16K cr in latest tranche

PRESS TRUST OF INDIA
Belagavi, 27 February

Prime Minister Narendra Modi on Monday released the 13th instalment of over ₹16,000 crore, under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), through direct benefit transfer to more than eight crore beneficiaries. Under the scheme, eligible farmer families are provided ₹6,000 per year in three equal instalments of ₹2,000 each. During the programme, Modi also dedicated the redeveloped Belagavi Railway Station building, to the nation. The railway station has been redeveloped at an approximate cost of about ₹190 crore to provide world-class amenities to the passengers. Another railway project that was dedicated is the rail line doubling project between Londa-Belagavi-Ghataprabha section at Belagavi.

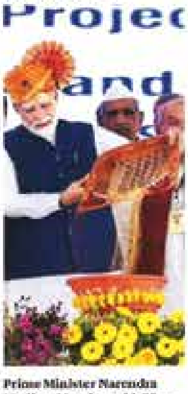

Prime Minister Narendra Modi on Monday said: "Our millets have the capacity to face climate change. That's why they are super food"

Other countries are drawn to India's UPI system, says Modi

NEW DELHI: India's digital transformation has been lauded by many countries, which are showing interest in the country's Unified Payments Interface (UPI) and the eSanjeevani telemedicine consultation app, Prime Minister Narendra Modi said on Sunday in his monthly radio broadcast. "Be it eSanjeevani app or UPI, these have proved to be very helpful in raising the ease of living," he said. —HT

Days of 'Made in India' passenger aircraft not far off: Modi in K'taka

Uday Sagar & Ravindra Uppar

Shivamogga/Belagavi: PM Narendra Modi on Monday said the days of 'Made-in-India' passenger aircraft were not far as the aviation market in India was expanding rapidly and the country would require thousands of aircraft and young people as a workforce to meet the passenger demand.

India is currently importing aircraft, but the day when ordinary Indians will fly in 'Made-in-India' passenger planes is not far off. Those wearing hawai chappals too should take a 'hawai jahaj', he said. "I'm seeing it happen with Indian aviation market's rapid growth and improved connectivity," Modi said, addressing a public rally after inaugurating the modern greenfield airport at Shivamogga, built at a cost of Rs 450 crore.

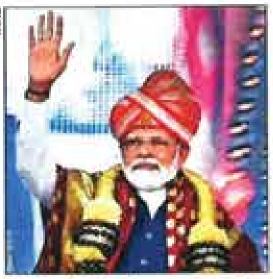

IANS

PM Modi at the inauguration of the ₹450cr greenfield airport & laying of the foundation stone of multiple projects in Shivamogga

Lauding the Tata-owned carrier for the largest order for 470 aircraft with Airbus and Boeing, Modi said: "Before 2014, AI was often discussed for negative reasons, especially the domestic airline was often recognised for scams during the Congress rule."

▶PM-Kisan tranche, P 15

BUDGET WEBINAR

Equal Emphasis Put on Skills, Education: Modi

Our Political Bureau

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi focused his third budget webinar on the impetus given to skill and education with the aim of making it more "practical and industry-oriented". He observed that there has been a lack of flexibility in the Indian education system, a lacuna the New Education Policy seeks to address using technology and innovative methods.

The prime minister underlined the special emphasis in the budget for strengthening the base of the education system to ensure a bright future for the youth.

"Education and skilling have been reoriented according to the aptitude of the youth and the demands of the future," Modi said, adding that equal emphasis is being given to both education and skilling as part of NEP.

"The Covid pandemic has also reoriented the approach to education, creating a new type of classroom with the use of technology. Government is focused on providing 'anywhere access to knowledge', an example being SWAYAM, an e-learning platform with 3 crore members. Virtual Labs and National Digital Library are likely to become a major medium of disseminating knowledge.

"The opportunity to study in local languages through DTH channels as well as other digital and technology-based initiatives are in the process of implementation which will strengthen the move to form a National Digital University. "Such futuristic steps are going to change the entire space of our education, skills and knowledge science... Now the role of our teachers will not be limited only to the classroom," the prime minister said.

More renewables, less of fossil fuel: PM's green plan

[illegible]

RNI No.: DELBEN/2020/78825
MARCH 16-31, 2023

NEW INDIA SAMACHAR FORTNIGHTLY

RNI Registered No DELBEN/2020/78825, Delhi Postal License No DL(S)-1/3548/2020-22, WPP NO U (S)-96/2020-22, posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance Fortnightly (Publishing MARCH 02, 2023, Pages - 52)

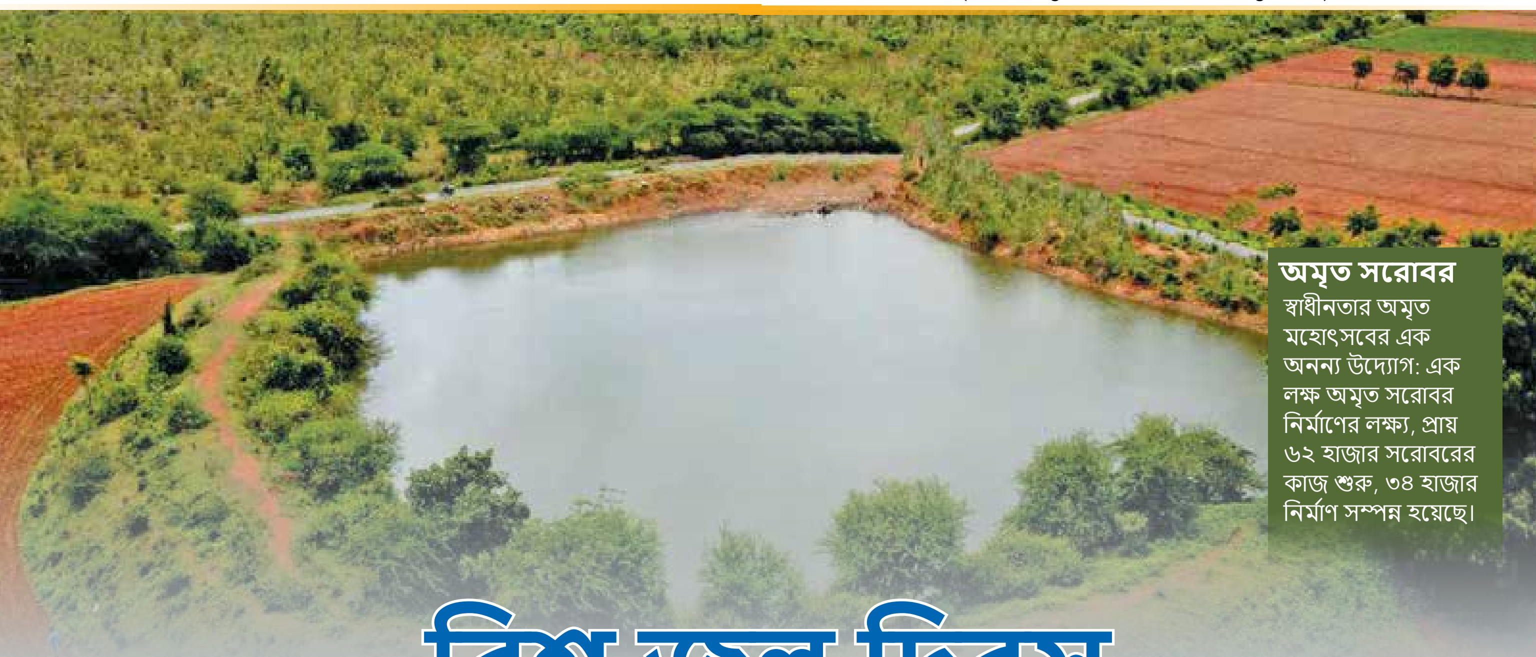

অমৃত সরোবর
স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের এক অনন্য উদ্যোগ: এক লক্ষ অমৃত সরোবর নির্মাণের লক্ষ্য, প্রায় ৬২ হাজার সরোবরের কাজ শুরু, ৩৪ হাজার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

বিশ্ব জল দিবস

২২ মার্চ

হাজার হাজার বছর আগে, ভারতীয় ঋষিরা প্রকৃতি, প্রাণী, পরিবেশ এবং জলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য এক সংযত, ভারসাম্যপূর্ণ এবং সংবেদনশীল ব্যবস্থার ধারণা করেছিলেন। আমাদের ধর্মগ্রন্থে 'মা আপো হিংসি' বলে। অর্থাৎ জলের অপচয় না করে জল সংরক্ষণ করা উচিৎ। হাজার হাজার বছর ধরে, এই দর্শন আমাদের আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মের অংশ হয়ে উঠেছে। এটি আমাদের সমাজের সংস্কৃতি, সামাজিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। তাই আমরা ঈশ্বরকে জলের নাম দিয়ে থাকি এবং নদীকে মা বলে মনে করি। যখন সমাজে প্রকৃতির সঙ্গে এরকম মানসিক সংযোগ গড়ে ওঠে, তখন তাকে সুস্থায়ী উন্নয়ন বলা হয়।

জল জন অভিযান এমন সময়ে চালু করা হচ্ছে যখন বিশ্বজুড়ে জলের ঘাটতিকে আগামী দিনের সংকট হিসাবে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বের সীমিত জল সম্পদ নিয়ে সারা বিশ্বে এখন চর্চা শুরু হয়েছে। সে কারণেই আজ দেশটি 'আগামী কালের ভবিষ্যৎ' হিসেবে স্বাধীনতার অমৃত কালের দিকে তাকিয়ে আছে। যদি জল থাকে তবেই ভবিষ্যৎ থাকবে। আজ, যখন আমরা ভবিষ্যতের সংকটগুলির সমাধান খুঁজছি, আমাদের অতীতের সেই চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

Bengali

Editor in Chief
Rajesh Malhotra
Principal Director General,
Press Information Bureau, New Delhi

Published & Printed by:
Manish Desai, Director General, on behalf of **Central Bureau Of Communication**

Published from:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at
Infinity Advertising services Pvt.Ltd.
FBD-One Corporate Park, 10th floor,
New Delhi-Faridabad border,
NH-1,Faridabad-121003